CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-326 ■ 5 September, 2025 ■ আগরতলা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৯ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

জিএসটি ২.০: জাতির প্রতি সহায়তা ও দেশের আর্থিক বৃদ্ধির "ডাবল ডোজ" ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ঠা সেপ্টেম্বর *।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার জিএসটি ২.০ সংস্কারকে দেশের অর্থনীতির জন্য একটি "ডাবল ডোজ" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এই নতুন সংস্কার দেশজুড়ে প্রতিটি শ্রেণির জন্য কর ব্যবস্থা আরও সরল এবং উপকারী করে তুলবে।*

জিএসটি কাউন্সিল বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। চারটি কর স্তর থেকে কমিয়ে এবার দুইটি স্তর রাখা হয়েছে, ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। এই নতুন কর ব্যবস্থা কার্যকর হবে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিএসটি আরও সরল ও সহজ হয়েছে। এখন জিএসটি-তে মাত্র দুইটি হার রয়ে গেছে, ৫ ও ১৮ শতাংশ। এই পরিবর্তন দেশের অর্থনীতি মজবুত করবে এবং নাগরিকদের জন্য কর দায়িত্ব পালন করা সহজতর করে তুলবে, যা দেশের প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তাঁর দাবি, জিএসটি ২.০ জাতির প্রতি সহায়তা ও দেশের আর্থিক বৃদ্ধির ডাবল ডোজ।

স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে মোদী বলেন, এই দীপাবলি ও ছট পূজার আগে আমি দেশের মানুষকে ডাবল খুশির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। জিএসটি ২.০ সেই প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী জানান, ২১শ শতকে ভারতের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করতে এই জিএসটি সংস্কার আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন গরিব, নতুন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা, ছাত্রছাত্রী, কৃষক এবং যুবসমাজ। এছাড়া, দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ আরও সহজ হবে, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়বে। মোদী আরও বলেন, এই সংস্কারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, খরচ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নতুন গতি আসবে। তিনি জানান, জিএসটি সংস্কারের মাধ্যমে ভারতের প্রাণবন্ত অর্থনীতিতে পাঁচটি নতুন রত্ন (পঞ্চরত্ন) যুক্ত হয়েছে, যা সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরও শক্তিশালী করবে এবং একটি উন্নত ভারতের নির্মাণে সহায়তা করবে।

বুধবার জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক যা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল, এই সংস্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, খুব আনন্দের বিষয় যে জিএসটি কাউন্সিল, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই প্রতিনিধিত্ব করে, তারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবসমূহকে অনুমোদন দিয়েছে। এই সংস্কার সাধারণ মানুষ, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মধ্যবিত্ত, নারী ও যুবসমাজের জন্য উপকারী হবে। সাথে তিনি আরও যোগ করেন, এই ব্যাপক সংস্কার সাধারণ নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করবে এবং বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও বণিকদের জন্য ব্যবসা পরিচালনা সহজ করে তুলবে।

আজ শিক্ষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন ৫ই সেপ্টেম্বর। তিনি শিক্ষা এবং শিক্ষকতাকে জীবনের অন্যতম স্তম্ভ বলে মনে করতেন। তাঁর জন্মদিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেই দেশজুড়ে পালিত হয় শিক্ষক দিবস। এই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে ৪ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ তার আগের দিন রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ও চিরাচরিত দৃশ্য এদিন শিক্ষক ছিলেন শিক্ষার্থীরাই। আগরতলার বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে বড় ক্লাসের ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'শিক্ষক'-এর দায়িত্ব। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের দেখা যায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছোট ছাত্রীদের পাঠদান করতে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই উদ্যোগ শুধু পড়াশোনা শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারল শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব, ধৈর্য্য এবং দায়িত্ববোধ।

জিএসটি কাঠামো পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। জনসাধারণের স্বার্থসম্বলিত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে যেভাবে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে তা প্রশংসনীয়। জিএসটি কাঠামো পরিবর্তন ইস্যুতে এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

জিএসটি কাঠামোতে পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কে ধন্যবাদ জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। তিনি বলেন, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লাতে প্রধানমন্ত্রী নিজ বক্তব্যের মাধ্যমে জিএসটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। গতকাল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সেটাই ঘোষণা করলেন। যেভাবে জনগণের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে একের পর এক নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। জিএসটির দুটি স্তরে নতুন কর কাঠামোর ফলে দেশের সাধারণ নাগরিকরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। এর জন্য রাজ্যের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☛৫ এর পাতায় দেখুন

দুই ঠিকেদার গোষ্ঠীর দাপাদাপিতে উত্তপ্ত কৈলাসহর, দিনভর আতঙ্কে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিশ লক্ষ টাকার সরকারি কাজকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কৈলাসহর শহর। দুই ঠিকেদার গোষ্ঠীর দাপাদাপিতে গোটা শহরজুড়ে দিনভর অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করে। আতঙ্কে সাধারণ মানুষ প্রায় দিনভর শঙ্কিত অবস্থায় ছিলেন। সূত্রের খবর, সম্প্রতি কৈলাসহর পূর্ত দপ্তর একটি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করে। কাজটির মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। সেই দরপত্র জমা দেয় শহর এলাকার এক যুবক ও উত্তরাঞ্চল এলাকার আরেক যুবক। পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে দুইজনকেই ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ৫ সেপ্টেম্বর ফতেয়া দোহাজ দাহম উপলক্ষে অফিস বন্ধ থাকায় ৪ সেপ্টেম্বরই ছিল শেষ দিন।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ উত্তরাঞ্চলের যুবকরা পূর্ত দপ্তরের দফতরে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে এলে শহরের যুবকরা তাদের বাধা দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, ওসি তাপস মালাকার, বিপুল পুলিশ বাহিনী, টিএসআর ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। দুই পক্ষকে আলাদা করে পূর্ত দপ্তরের অফিসের দুই প্রান্তে দাঁড় করানো হয়। ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার শেষ সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত উত্তেজনা চলতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের যুবকরা বারবার অফিসে ঢোকার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তারা ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে ব্যর্থ হয়। বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে দুই পক্ষ ফের পুলিশের সামনেই মুখোমুখি হয় এবং উত্তরাঞ্চলের যুবকরা রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করে। তবে পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ বিষয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার বলেন, "আমাদের কাছে খবর আসে পূর্ত দপ্তরের সামনে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ও বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঠিক কী কারণে এই গোলমাল, সে বিষয়ে আমরা এখনও বিস্তারিত কিছু জানি না।"

এদিকে, ঠিকাদার গোষ্ঠীর এই দাপাদাপিতে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন সাধারণ মানুষ। পূর্ত দপ্তরের সামনে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচারীসকলের মধ্যেই আতঙ্ক বিরাজ করেছে দিনভর। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকারি টেন্ডারকে কেন্দ্র করে এই ধরনের দাপট নতুন কিছু নয়। স্থানীয়রা দাবি, রাজনৈতিক ছত্রছায়া ছাড়া এভাবে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সম্ভব নয়। তবে দিনদুপুরে প্রশাসনের চোখের সামনে এমন প্রকাশ্য ক্ষমতার প্রদর্শনী, নিঃসন্দেহে আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে।

লক্ষ্য শান্তিপূর্ণভাবে শারদোৎসব সম্পন্ন, পূজা উদ্যোক্তাদের বিধি বেঁধে দিলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন পূজা উদ্যোক্তারা। এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার পশ্চিম জেলার পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠকসহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

আর মাত্র ২৩ দিন

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার জানান, মূলত দুর্গাপূজাকে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। পূজা উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজধানীতে ড্রেনের কাজ চলায় রাস্তার পরিধি কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। তাই ক্লাবগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নির্দিষ্ট ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সমগ্র শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের দ্রুত নিয়মিতকরণের দাবি সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর *।। সমগ্র শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ও উত্তরপ্রদেশের দায়ের কৃত সুপ্রিম কোর্টে রায় অনুযায়ী অতি দ্রুত নিয়মিত করার জন্য দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারীর সংঘ। বৃহস্পতিবার আগরতলার প্রেসক্লাবে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র শিক্ষা কর্মচারীর সংঘের প্রদেশের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।*

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সেন্টু দাস, সাধারণ সম্পাদক কশা রিয়াং সহ অন্যানরা। সাংবাদিক সম্মেলনের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানানসমগ্র শিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকারা গত ২১ বছর ধরে রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম পাহাড়ে শিশুদের পাঠদান করে যাচ্ছেন। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভারত প্রবেশে পাসপোর্ট ও ভিসা লাগবে না নেপাল ও ভুটানের নাগরিকদের, ঘোষণা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ।। ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে জানিয়েছে, নেপাল এবং ভুটানের নাগরিকরা এখন থেকে পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই ভারত প্রবেশ করতে পারবেন, যদি তারা নিজ নিজ দেশের সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে বা আকাশপথে ভারতে আসেন। এই নতুন নিয়ম ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। "ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেইনার্স (এক্সেম্পশন) অর্ডার, ২০২৫"-এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করবে এবং সীমান্ত পর্যটন ও ব্যক্তিগত সফরকে আরও সহজ করবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই নিয়ম শুধু নেপাল ও ভুটান থেকে সরাসরি আগত নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে যদি কোনো নেপালি বা ভুটানি নাগরিক তৃতীয় কোনো দেশ থেকে (যেমন চীন, পাকিস্তান, হংকং বা ম্যাকাও) ভারতে প্রবেশ করেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের বৈধ পাসপোর্ট ও ভিসা থাকা বাধ্যতামূলক। একই নিয়ম প্রযোজ্য ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রেও, যারা নেপাল বা ভুটানের সীমান্ত ব্যবহার করে দেশে ফিরছেন।

এই পদক্ষেপ ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সম্পর্কের ঐতিহ্যবাহী 'ওপেন বর্ডার' নীতিকে আরও জোরদার করবে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। সরকারের মতে, এর ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্য, পর্যটন এবং পারিবারিক সফর অনেক বেশি মসৃণ ও সহজ হবে।

সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে অস্ত্র সহ হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৪ সেপ্টেম্বর ।। বুধবার রাতে কমলপুরের ফুলছড়ি এলাকায় ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অরুণ দেবের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতকারীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে এক অটো চালকের অটো ভাঙচুর করে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কমলপুর থানার পশ্চিম ফুলছড়ি এলাকার অরুণ দেবের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অমিত শাহের সভাপতিত্বে সভায় উত্থাপন বিপ্লব দেবের

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরামর্শদাতা কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি' বিষয়ক আলোচনায় ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব অংশগ্রহণ করেন।

এই সভায় শ্রী দেব রাজ্যে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, দুর্যোগ-পরবর্তী পর্যায়ে সমীক্ষা চালাতে দেরি হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়, যা তাদের জন্য অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়।

বিপ্লব দেবের এই দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা সদর্থক সাড়া প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালের ১৯ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে আইএমসিটি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আইএমসিটি পরিদর্শন চালিয়ে রাজ্য প্রশাসনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষয়ক্ষতির তথ্য ও ত্রাণমূল্যায়নের ভিত্তিতে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সারা রাজ্যে হবে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সারা রাজ্যে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করা হবে। এর পাশাপাশি পণ্ডিত দীন দয়াল ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনও পালন করা হবে। আজ আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সদর কার্য্যালয়ে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বৈঠকে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে একটু অন্যভাবে পালন করে। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক কার্যক্রম করা হয়। এজন্য এবারও ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যক্রম করা হবে। এবছর প্রধানমন্ত্রী মোদি ৭৫ বছরে পদার্পণ করছেন। প্রতি বছরই "সেবা পাখওয়াদা" কর্মসূচি করা হয়। তবে এবছর প্রধানমন্ত্রীর ৭৫ বছরে পদার্পণকে স্মরণীয় করে রাখতে নানা ধরনের কার্য্যক্রম করা হবে। বিশেষ করে গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১৩ বছরের সময়কালে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিএমএসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অবরোধ, চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর।। দুর্লভ নারায়ণ বাজারে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দুই গোষ্ঠীর কোন্দল ক্রমেই বড় আকার নিচ্ছে। নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে এবার ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে পড়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একদিকে দুর্লভ নারায়ণ অঞ্চলের নেতা বলাই দেবনাথ, অপরদিকে মেলাঘরের নেতা বিপ্লব ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের জোরপূর্বক সরকারী জমি দখলের তীব্র বিরোধিতা আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।।: করবুক মহকুমার লেবাছড়া তহশীলের অধীনে উচুই বাড়ির লেচুবাগান এলাকায় বুধবার সাত সকালে হঠাৎ করে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই এন এল এফ টি এবং এটি টি এফ নামধারী গোষ্ঠীর সদস্যরা কৃষি দফতরের জমি দখল করে ঘরবাড়ি বানানো শুরু করে। হঠাৎ করে সাত সকালে হুড়মুড় করে গাড়ীতে করে জিনিস পত্র এনে লিচুবাগান এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করতে শুরু করলে স্থানীয় মানুষের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ প্রশাসন জনজাতি মানুষের উগ্র আচরণ লক্ষ্য করে আগেকার মতো নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে আমরা বাঙালি।

অথচ তারা দাবি করছে তারা নাকি আত্মসমর্পণকারী এন এল এফ টি ও এটি টি এফ গোষ্ঠীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মোতাবেক সরকারের কাছে দাবি করে ছিল গত ২ মে গোমতী জেলা শাসকের নিকট লিখিত ভাবে আবেদন করে জানান তাদের প্রতিটি পরিবারকে ২৫ কানি করে বন দফতরের জমি দিতে হবে। এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো রকম প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় তারা জোর করে সরকারী জমি দখল করতে চাইছে। অথচ যারা আজ বন দফতরের কৃষি জমি দখল করতে আসতে এসেছে তাদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝা যায় তারা কোনো উগ্রপন্থী দলের লোক হতে পারে না। হঠাৎ করে তিপ্রা মথার সুপ্রিমোর মধ্যস্থতায় কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে শত শত বৈরী আত্মসমর্পণের নাটক করছে। যে নাটক শুরু করে ছিল কমিউনিস্টরা ত্রিপুরার বুকে সেই নাটক লাল সাদা গেরুয়া সব আমলেই চলছে।আর সরকার তাদের জামাই আদর করে বরণ করে নিয়ে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে।

সরকারী প্রশাসনে চাকরি দিচ্ছে, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং
১৯ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শিক্ষক সমাজের মেরুদন্ড

“গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু দেব মহেশ্বর
গুরু সাক্ষাৎ পরোমব্রহ্ম
তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ’

একজন সফল মানুষের পিছনে শিক্ষকের যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাহা নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাই। শিক্ষক মহাশয় শুধু যে শিক্ষাদানই করেন তা নয়। তিনি একজন শিক্ষার্থীকে জীবনে চলিবার পথে পরামর্শ দেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দেন, সাফল্যের দিনে নতুন লক্ষ্য স্থির করিয়া একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষাও দেন।একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জীবনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। একজন মা সন্তানকে জন্ম দেন মানুষ করিয়া তোলেন, কিন্তু তাহাকে শিক্ষা দীক্ষায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার একমাত্র কারিগর হইলেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক শিক্ষিকাদের গুরুত্ব তাই আমাদের সমাজে আগেও ছিল ,এখনো আছে এবং সারা জীবন থাকিবে।

শিক্ষক সমাজের মেরুদন্ড। সমাজ গঠনের মূল কারিগর। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস শিক্ষকদের প্রতি সম্মান জানানোর দিন। ঐতিহ্যমন্ডিতো দিনে শিক্ষকদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম। কর্মজীবনে যে যে প্রতিষ্ঠানেই থাকুন না কেন, শিক্ষক ব্যতীত এই সাফল্য ও কর্মজীবন কল্পনা করাও অসম্ভব। এই পবিত্র দিনে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর পাশাপাশি প্রত্যেককেই আত্ম অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই মহাত্মপূর্ণ দিনটি সম্পর্কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে অবগত করিতে হইবে। পাঁচ সেপ্টেম্বরের দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে সারা রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হইয়া থাকে। ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিবস উপলক্ষে উদযাপন করা হয় শিক্ষক দিবস । ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন একজন সমাজকর্মী, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি একটি সুস্থ দেশ ও সমাজ গড়িতে শিক্ষকের অবদানকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন।শিক্ষক ছাত্রদের শুধু পড়াশোনার ক্ষেত্রেই নয় ,বরং বিভিন্ন রকম সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় ও সাহায্য করেন। তাই সমাজের ও দেশের ভবিষ্যৎ গড়িতে শিক্ষকদের অজস্র পরিশ্রমকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

শিক্ষক দিবসের দিন স্কুল কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্টানগুলোকে সুন্দর করিয়া সাজানো হয়। শিক্ষক এবং ছাত্র ছাত্রী সেদিন বিভিন্ন অনুষ্টান, প্রতিযোগিতা এবং খেলাধুলাতে অংশগ্রহন করেন। শিক্ষা প্রতিষ্টানে বড় ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করিয়া থাকে। শিক্ষক দিবসের অনুষ্টানে গান, কবিতা, বক্তৃতা, শিক্ষকতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ছাত্র ছাত্রীরা সেদিন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সম্মান জানানোর জন্য উপহারও দান করে। শিক্ষক দিবস শিক্ষক এবং শিষ্যের মধ্যে সুন্দর সম্পর্কের সৃষ্টি করে। তাই গুরু শিষ্য দুজনের জন্যই শিক্ষক দিবস একটা খুবই আনন্দের দিন।আমাদের মনের সব সংশয়, সন্দেহ, অন্ধকার দূর করেন এবং নতুন পথের দিশা দেখান শিক্ষক। আমাদের সমাজের বড় সম্পদ হইলেন শিক্ষক। সমাজ গড়িবার কারিগর হইলেন শিক্ষক। আদর্শ শিক্ষকের হাত ধরিয়াই তৈরি হয় আদর্শ ছাত্র - ছাত্রী। তাঁহারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যতের নাগরিকদের মনকে গঠন করেন।প্রতি বছর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনে অর্থাৎ ৫ সেপ্টেম্বর ভারতে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস। তাই এই দিনের মাহাত্ম্য ছাত্র- ছাত্রী তথা তাঁহাদের শিক্ষক উভয়ের কাছেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এই বছরের অর্থাৎ ২০২৫ সালের শিক্ষক দিবসের ভাবনা হইল ‘শিক্ষকদের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্য। শিক্ষার পরিবর্তনের জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত’। এই ভাবনাটি মূলত শিক্ষকদের ভূমিকা ও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের গুরুত্বের উপর জোর দেয়, বিশেষত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত আধুনিক হইতেছে। এই ভাবনার প্রধান উদ্দেশ্য হইলো শিক্ষকদের পেশাদার মর্যাদা বৃদ্ধি করা। তাঁহাদের পেশাকে আরও আকর্ষণীয় এবং সম্মানজনক করিয়া তোলা। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, উন্নত বেতন কাঠামো এবং কাজের পরিবেশের উন্নতির ওপর এতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভাবনা শিক্ষকদের ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া শিক্ষাদান করিবার দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দেয়। এর মাধ্যমে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের কাছে আরও সহজে এবং কার্যকরভাবে তথ্য পৌঁছে দিতে পারিবেন।একজন শিক্ষককে শুধু শিক্ষার্থীদের শেখানোই নয়, নিজের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার দিকেও নজর রাখিতে হইবে। তাই এই থিম শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কমানো এবং সুস্থ থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেয়। এই থিমটি শুধুমাত্র শিক্ষকদের গুরুত্বের কথা বলে না, বরং তাঁহাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকেও তুলিয়া ধরে। শিক্ষকেরা যাহাতে শুধুমাত্র ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন, সেই বিষয়েও এতে আলোকপাত করা হইয়াছে। এই বছরের শিক্ষক দিবসের ভাবনাটি শিক্ষকদের কেবল শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে না দেখে, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের মূল কারিগর হিসেবে বিবেচনা করে। এটি শিক্ষকদের জন্য একটি উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক মান উন্নয়নে তাঁহাদের ভূমিকা তুলিয়া ধরে।

উত্তর ভারতে টানা বৃষ্টিপাত, উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়ের আশঙ্কা — রাজ্যজুড়ে রেড ও অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি

দেহরাদুন, ৪ সেপ্টেম্বর : উত্তর ভারতে অব্যাহত প্রবল বর্ষণের জেরে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ একাধিক সতর্কতা জারি করেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে উত্তরাখণ্ডে আবহাওয়া চরম আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা এবং মেঘভাঙা-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সাংবাদিকদের জানান, “এই মুহূর্তে গোটা রাজ্যে রেড এবং অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলা কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। ধারালিতে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগে বহু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তরকাশী, বাগেশ্বর, পিথোরাগড়, উধম সিং নগর এবং হরিদ্বারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের নিচে চলে গেছে। পাশাপাশি, দেহরির ঘানসালি অঞ্চলে মেঘভাঙার ঘটনা ঘটেছে।”

মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় রাজ্য সরকার তৎপর। বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে শিশুদের জন্য দুধসহ খাদ্য, ওষুধ, পোশাকসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছে। “সরকার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে পূর্ণ প্রস্তুতির সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,” বলেন তিনি।

উত্তরাখণ্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সচিব বিনোদ কুমার সুমন জানিয়েছেন, আগামী তিন দিন রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সতর্কতা বজায় থাকবে। নিচু এলাকাগুলিতে জলাবদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে।

গত রবিবারই মুখ্যমন্ত্রী ধামি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তিনি জেলা প্রশাসন, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের উদ্দেশে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন।

ধামি জানান, নানক সাগর বাঁধকেও নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বর্তমানে এটি বিপদসীমার পাঁচ ফুট নিচে বইছে। তবে পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ধামি জেলা আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টা সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। তিনি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, ভূমিধসপ্রবণ রুটগুলির পর্যবেক্ষণ এবং সমতল অঞ্চলে জলাবদ্ধতা রোধে আগাম পদক্ষেপ নেওয়ার উপর জোর দেন।

মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকেই আঁকড়ে ছিলেন আজীবন

স্বপনকুমার মণ্ডল

তারুণ্যের সহজাত স্পর্ধার প্রকাশ ও বিকাশ সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সেই স্পর্ধা তারুণ্যের হঠকারিতার নিদর্শন হিসাবে যেমন নিন্দিত, তেমনই তার স্বাভাবিকতায় তা নন্দিতও বটে। সেদিক থেকে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সোপানে স্পর্ধার ধার ও ভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে স্পর্ধায় আভিজাত্যবোধ যখন প্রকট হয়ে ওঠে, তখন তার আত্মপ্রত্যয় আপনাতেই বেড়ে যায়। আর সেই আত্মপ্রত্যয় থেকে জন্ম নেয় প্রতিস্পর্ষী ব্যক্তিত্ব। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ যেমন সহজতর, তেমনই তার সর্বজনীন আবেদন দুরূহতম। আর সেই কাজটিই নীরবে নিভৃতে অত্যন্ত সংগোপনে সুচারু ভাবে সম্পন্ন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়ে রয়েছেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য অনন্যা মৈত্রেয়ী দেবী (০১.০৯.১৯১৪-২৯.০১.১৯৯০) । এমনিতে তিনি বনেদি ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন, পেয়েছেন বিখ্যাত পিতার সুখ্যাত পরিমণ্ডল। কৈশোরকালেই মিলেছে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি ও সমাদর। শুধু তাই নয়, প্রবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভের দুর্লভসুযোগে ধন্য হয়ে রবীন্দ্রজীবনীর আকর গ্রন্থের অনন্য নিদর্শন রচনায় নিজেকে মেলে ধরার পরম অবকাশও পেয়েছেন তিনি। সেসব সাফল্যে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ যেমন প্রশস্ত হয়েছে, তেমনই তা তাঁর প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বের পক্ষে সোপান হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রবীন্দ্রস্নেহধন্য ব্যক্তিত্বের আলোয় মৈত্রেয়ীর প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যাশিত এবং তা তিনি তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় অচিরেই লাভ করেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রতিষ্ঠা তাঁর সৃজনবিশ্বের অভিমুখ রবীন্দ্রকেন্দ্রিকতায় আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। অথচ সেই প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে তিনি যেভাবে “ন হন্যতে” (১৯৭৪) উপন্যাসটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিস্পর্ধী অনন্যা প্রকৃতির পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার নজির বাংলা সাহিত্যেই সহজলভ্য নয়। শুধুমাত্র একটি উপন্যাসের মাধ্যমে মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর সাহিত্যের অধিকারকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন। অথচ তা করা যেমন সহজসাধ্য ছিল না, তেমনই তাঁর পক্ষে তা ছিল আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তাতে সামান্য ভুলে তাঁর ব্যক্তিজীবনে তার দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের তীব্র সম্ভাবনা ছিল। অথচ সেই সিদ্ধান্তে সামিল হয়েও তিনি সফলকাম এবং তাঁর পরিচিতির সোপানশীর্ষে উপন্যাসটি আজও বহালতবিয়তে বিরাজমান। বিতর্কের রসদে উপন্যাসটির আবেদনে স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয় বলে যাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাতিকগ্রস্ত, তাঁদের উপেক্ষা করেই রচনাটি বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। সময়ান্তরে বিতর্ক অসাড় হয়ে পড়ে, জনপ্রিয়তা নিঃস্ব হয়ে ওঠে। ‘ন হন্যতে’ তা থেকে বাঁচোয়া।

আর তার মধ্যে যে কী পরিমাণ প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বের নিবিড় পরিচয় বর্তমান, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এজন্য মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতিস্পর্ধী জীবনের দিকে ফিরে দেখা আবশ্যক মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের কথিত বড় ঘরেই মৈত্রেয়ী জন্মেছিলেন। তাঁর পিতৃপুরুষ ধনে বনেদি না হলেও মানে অভিজাত ছিল। পিতামহ কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও স্বকীয় প্রতিভায় ছোটবেলাতেই আলোড়ন সৃষ্টি করে তাঁর বনেদিয়ানাকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। তিনি সেই সাত আট বছরেই ভারতীয় দর্শনসহ সমসাময়িক ঘটনাবলির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা সভায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে “খোকা ভগবান”-এ অভিহিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে মৈত্রেয়ীর পিতা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২) আন্তর্জাতিক সারস্বত সমাজে স্বনামধন্য উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে সংস্কৃত ও দর্শনে তাঁর স্বাধিকার শ্লাঘার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মানী পিতার মান্যতাবোধের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় মৈত্রেয়ীর মধ্যে ছোটবেলা থেকে মূল্যবোধের মাত্রা আপনাতেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষাশোভন পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার সুযোগে তাঁর মধ্যেও মান্যতাবোধের চেতনা প্রথমাবধি সচল ছিল। অন্যদিকে মৈত্রেয়ী তাঁর মানী পিতার বিপ্রতীপে তাঁর মাতা হিমানীমাধুরীর (যাঁকে “ন হন্যতে উৎসর্গ করেছেন।) কোমল ও নিরীহ প্রকৃতি তাঁকে সেই মূল্যবোধে আরও পরিণত করেছে।

পিতা-মাতার মধ্যে আপাতভাবে প্রতীয়মান পারস্পরিক বিপরীত চারিত্রিক বিশেষত্ব তাঁর মানসিক গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীকে স্বকীয় আলোয় বড় করে তুলতে গিয়ে তাঁর মতো করে স্বাধীন সত্তার বিকাশে সহজতর হতে পারেননি। সেদিক থেকে মৈত্রেয়ীর পিতা-মাতা-ভাই- বোনের বড় ঘরটি উদার আকাশের হাতছানির অভাবে ক্রমশ ছোট হয়ে গিয়েছে। পাণ্ডিত্যের রক্ষণশীল মানসিকতা এবং তার একাধিপত্যের খবরদারি তাঁর পক্ষে অচিরেই পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজার কাব্যচর্চার প্রতি আশাবাদী ছিলেন এবং এজন্য তিনি আত্মশ্লাঘাও অনুভব করতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর কবি-পরিচিতি প্রদান করার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তা যেভাবে উঠে এসেছে, সেই পরিচিতির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সেরূপ প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৈত্রেয়ীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ উদিতা (১৯২৯) শুধু রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বলিত হয়েই প্রকাশিত হয়নি, সেইসঙ্গে তরুণী কবির যোলো বছরের (১৯৩০) জন্মদিনে তার প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজনে সমারোহের ঘটা অনেকের চোখে সুরেন্দ্রনাথের “বাড়াবাড়ি” ঠেকেছিল। অন্যদিকে মৈত্রেয়ীর পরের কাব্য নিয়ে সেরূপ ঘটা আর ঘটেনি। তাঁর বছরছয়েক পরে প্রকাশিত অপর কাব্য “চিত্তচ্ছায়া” (১৯৩৬) নিয়ে অনুষ্ঠানের কোনো বালাই নেই। আসলে ইতিমধ্যে তাঁর সেই ক্রমশ ছোট হয়ে যাওয়া ঘরটির অস্তিত্ব-সংকট নিবিড় হয়েউঠেছিল। সেবিষয়ে যাওয়ার পূর্বে মৈত্রেয়ীর কাব্যজীবনের পরিসরে তাঁর মানসিক গড়নে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কেননা পিতার আদর্শিত পথ যখন তাঁর মনের বিকাশে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের পরশ পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধে ধন্য হয়েছিলেন। আর এই বৈপরীত্যের ভিতে মৈত্রেয়ীর প্রতিস্পর্ধী অনন্যা প্রকৃতি সজীবতা লাভ করে। এজন্য তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রসান্নিধ্য ছিল বরাভয় হাতছানির পরম পরশ যাতে “মা ভৈঃ চরৈবেতি”র প্রেরণা তাঁকে প্রাণিত করেছে। ব্যক্তিজীবনে ব্যক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিভার ভূমিকার চেয়ে তার প্রকাশের আধারটি কোনও অংশে কম নয়। বরং অনেকক্ষেত্রে সেই আধারটি প্রতিভার সম্পূরক ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৈত্রেয়ীর কবিপ্রতিভার সূচনাপর্ব যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, তা অচিরেই আধারের অভাবে পরিণতি লাভে অসফল হয়েছে। মৈত্রেয়ী মানী পিতার দৌলতে ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে তাঁর মনের গড়নে মানী পিতার পাশাপাশি নামী রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সক্রিয় ভূমিকা লালন করেছে। শুধু তাই নয়, পিতারই কন্যা হিসাবে তাঁর রৌদ্রোজ্জ্বলে বিকশিত ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের শীতল ছায়ার পরশ ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মৈত্রেয়ীর জীবনে তাঁর পিতার বিপ্রতীপে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি তাঁকে অনেক বেশি প্রশান্তি প্রদান করেছে। তাঁর খরতপ্ত জীবনে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় লাভ করাটা ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কেননা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বর্গীয় পরশ অনুভবে তাঁর সংবেদী চিত্ত প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। মৈত্রেয়ী দেবী সেই কথাই তাঁর অপরাহুবেলায় নিবিড় করে তুলেছেন তাঁর স্বর্গের কাছাকাছিতে (১৯৮১)। তাঁর পিতার দেখনদারির আতিশয্যে কবির কাছে বহুমূল্য কন্যারত্নটির মহার্ঘতা আঁচ করানোর জন্য কবি হিসাবে যেভাবে তাঁকে হাজির করেছেন, সেভাবে তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। মৈত্রেয়ীর রবীন্দ্রানুভূতিতে দেখনদারি ছিল না, ছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে ঈশ্বরানুভূতির পরম পরশ। এজন্য পিতার নির্দেশ মতো কবিতা শুনিয়েছেন মাত্র, নিজে থেকে যেচে কবিতা শোনানোর পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। কৈশোরেই তাঁর কবিপ্রতিভার সহজতা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ১৩৩৪-এর ২৭ অগ্রহায়ণে লেখা চিঠিতে কবিগুরু তাঁকে জানিয়েছেন, চিঠির ভিতরে গাছের যে কবিতাটি লিখেছ সেটি সুন্দর হয়েচে ওই ছাতিমে ভাবী কালে যে ফুলের মঞ্জরী ধরবে তোমার কবিতাটুকুর মধ্যে এখনি তার গন্ধ পাচ্চি। সেই “গন্ধ”-এর সৌরভবছরদুয়েক পরেই ছড়িয়ে পড়ে। “কল্লোল”-এর সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৬) কিশোরী মৈত্রেয়ীর “লেখাপড়া” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। আবার সেবছর তাঁর কাব্য উদিতার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অথচ সেই উদিতার ঘটার ছটা বেশিদুর পৌঁছাতে পারেনি। আর তা না পারাটাও ছিল স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতার অনুষঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে মৈত্রেয়ীর রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানোর সক্রিয়তার বিষয়টি আপনাতেই চলে আসে। পিতার পণ্ডিতগবী আত্মাভিমানী প্রকৃতিতে তাঁর স্বস্তিবোধ না মেলার প্রতিকূলে রবীন্দ্রনাথের দিব্যকান্তি ভাবমূর্তি তাঁকে আলোড়িত করেছিল। এজন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রদর্শনী মানসিকতাকে তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। কবির মহানুভবতাকে পাথেয় করে তাঁর কবিসত্তার বিকাশ-উন্মুখ প্রকৃতি যেভাবে সজীবতা লাভ করেছিল, তাতে তার পরিণতিতে প্রতিকূলতা নেমে এলেও যোড়শী কবির মানসগঠনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের সহায়ক হয়ে ওঠে। আসলে মৈত্রেয়ী তাঁর সংবেদী কবিচিত্তে রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ যত কাছ থেকে পরখ করার সুযোগ পেয়েছেন, ততই তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের অপরাজেয় প্রকৃতিতে জীবনসংগ্রামে আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের স্থিতি ঠিক পিতার বিপ্রতীপে নয়, বরং মানসিক আশ্রয়ের আধারে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কন্যার আকর্ষণবোধ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথও সচেতন ছিলেন। অন্যদিকে মৈত্রেয়ী যত রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছেন, ততই তাঁর সাধারণ্যের দূরত্বকে গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। পিতার শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের প্রবল প্রতাপের প্রদাহের চেয়ে কবির সহৃদয় প্রশান্তির পরশ তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই আপন করে নিয়েছিল। এজন্য আজীবন তিনি রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে অস্থির করেছে ঠিকই, কিন্তু অনায়াসেই সেই টাল সামলে উঠতে পেরেছিলেন। জীবন গড়ার ভিতে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয়প্রাপ্তিই তাঁকে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছিল। সেদিক থেকে মৈত্রেয়ী প্রতিস্পর্ধী ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের ছাঁয়ার কায়াটিকে সর্বদা শ্রদ্ধায় স্মরণে বরণ করে নিয়েছেন। অথচ অনায়াসেই তিনি তা থেকে বিরত থেকে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের মৌলিকতাকে প্রদর্শন করে আরও বেশি স্বনামধন্য হওয়ার প্রয়াসে ব্রতী হতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি। এখানেও তাঁর সেই প্রতিস্পর্ধী মানসিকতা কতটা কঠিন ও কঠোর, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

একদিকে স্বীকৃতি প্রদানে ব্যক্তিত্বের ঘাটতি প্রকট হয়ে ওঠে, অন্যদিকে অস্বীকারের মাত্রায় সত্যের অপলাপের ভয় বর্তমান। অথচ তারপরেও মৈত্রেয়ী দেবী রবীন্দ্রময় অস্তিত্বকে নিয়েই তাঁর পথচলায় আজীবন সক্রিয় ছিলেন, ভাবা যায়। সেখানে তাঁর হীনমন্যতার লেশমাত্র নেই, আছে স্বীকারের প্রশান্তি অনুভব ও গৌরবান্বিত জীবনানুভূতি। যেখানে অস্বীকারের মাত্রায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির সদর দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, সেখানে সেই সদরে না গিয়ে অন্দরে থেকেই তার স্বীকারের পরাকাষ্ঠায় জীবনধন্য করার সৎসাহস অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। অথচ মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর প্রতিস্পর্ধী প্রকৃতিতে তাই সহজ করে দেখিয়েছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার নিরিখে “মংপুতে রবীন্দ্রনাথ” (১৯৪৩) থেকে “স্বর্গের কাছাকাছি” সবেতেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ব্যক্তিত্বের জীবনধন্য প্রকৃতি বিরাজিত। শুধু তাই নয়, তাঁর সাড়া জাগানো আত্মজৈবনিক উপন্যাস ন হন্যতে ও (১৯৭৪) রবীন্দ্রাবর্তে নিজেকে মেলে ধরেছেন। উপন্যাসটির ভূমিকাতেই সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতায় তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকৃতি প্রতীয়মান, কোনো কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে সেই যুগটি আমার কাছে সত্য হচ্ছিল না।” অর্থাৎ উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও মৈত্রেয়ী তাঁর জীবনে অসমবয়সী সখাকে শুধু স্বীকৃতিই দেননি, তাঁকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলেছেন। তাঁর এরূপ নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই-এর প্রতিস্পর্ধী মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়েই গড়ে উঠেছিল। তাঁর সেই মানসিকতা অচিরেই তাঁকে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

পুরোনো বইয়ের স্তূপে চমক

সাদিয়া মাহ্জাবীন ইমাম (ঢাকা)

রাজধানীর নীলক্ষেতে ফুটপাত থেকে শুরু করে ভেতরে অনেক দোকান আছে, যেখানে থরে থরে সাজানো শত শত এমনকি হাজারো পুরোনো বই।

গলির ভেতর গলি, তার ভেতরে তস্য গলির দোকানেও পাওয়া যেতে পারে মণিমাণিক্যের সন্ধান। যদি সন্ধানকারী হয় জহুরি। ভালো বই খুঁজতে আসা মানুষদের এমন জহুরি বলেই মনে করেন দীর্ঘদিনের পুরোনো বই বিক্রেতারা। চার দশক ধরে পুরোনো বই বিক্রি করেন নীলক্ষেতের সুলতান মাহমুদ। তিনি বললেন, ‘ধুলার আস্তর সরিয়ে যে পাঠক একের পর এক বই খুঁজে নেন, তাঁকে আমরা সম্মান করি।’ আফসোস, এখন আর সেই সব ক্রেতাও নাই, বইয়ের দোকানও নাই। আকার— আয়তনে অনেকটা হলেও রাজধানী ঢাকায় পুরোনো বইয়ের দোকান হরেদরে নেই।

নীলক্ষেতের আগে পুরোনো বইয়ের সম্ভারের দাবিটি ছিল বাংলাবাজারের। তখন টিনের ঘর, টংয়ের দোকান আর ফুটপাতে চট বিছিয়ে ছিল বেচাকেনার ব্যবস্থা। এখন পুরোনো বইয়ের বাজারে রোজ আসে নতুন নতুন বই। দোকানের চেয়ে বেশি দামে পুরোনো বই বিক্রি হয় অনলাইনে। তবু যাঁরা পৃষ্ঠা উল্টে, গন্ধ নিয়ে এবং একটির সুবাদে আরও দুটি ভালো বই খুঁজে বের করতে চান, তাঁরা সময় নিয়ে যান সন্ধানে। এ ছাড়া বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের বিপরীতে, তোপখানা রোডে এবং মিরপুর ১০ নম্বরে পাওয়া যাবে পুরোনো বইয়ের খবর। তবে সৃজনশীল বইয়ের চাহিদা এখন কমছে, বাড়ছে গাইড বইয়ের চাহিদা। নীলক্ষেতের দুই নম্বর গলির মুখে আছে এক বর্ষীয়ান তেঁতুলগাছ। দিনের বেলা মানুষের ভিড়ে চোখে পড়ে না। জনশ্রুতি আছে, ষাটের দশকে এই গাছের তলায় চট ছালা বিছিয়ে মোস্তফা নামের একজন বিক্রি করতেন পুরোনো বই। সব ধরনের বই আনতেন তিনি। এখনো নীলক্ষেত একাডেমিক, চাকরির প্রস্তুতি, ইংরেজি সাহিত্য, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশল, আইন থেকে শুরু করে সাহিত্য, সংস্কৃতির সব বইয়ের স্থান।

এখানে সাধারণত দেশি প্রকাশনীর বই পাওয়া যায় ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ মূল্য ছাড়ে। পুরোনো বই ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ মূল্য হ্রাসে। বিদেশি বইয়ের দাম নির্ভর করে বইটির সহজলভ্যতার ওপর। সাধারণত ফটোকপির বইগুলো গায়ে লেখা দামের চেয়ে ৪০ শতাংশ মূল্য হ্রাসে বিক্রি হয়। ফটোকপি, আসল কপির নকল ভালো কাগজে পাওয়া যায়। অরিজিনাল কপি পেতে চাইলে খুঁজতে হবে এখানকার পুরোনো বইয়ের দোকানে। সেখানে থাকতেও পারে, না—ও পারে। নীলক্ষেতের পুরোনো বইয়ের দোকান ‘আকন্দ বই বিতান’-এর বয়স ৪০ বছরের বেশি। মালিক সুলতান মাহমুদ জানালেন, তাঁরা পুরোনো বই সংগ্রহ করেন তিনভাবে। ভাঙারিওয়ালারা নিয়ে আসে, মানুষ নিজের বা আগের প্রজন্মের ব্যক্তিগত সংগ্রহ বিক্রি করে এবং শিক্ষার্থীরা বই বিক্রি করে। এই বই বিক্রেতা কথা বলতে বলতে বের করলেন আবুল ফজলের রেখাচিত্র বইটি। লেখা আছে ১৯৬৫ সাল বইঘর, বিপণিবিতান, চট্টগ্রাম। রেখাচিত্র বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলেও পুরোনো বই সংগ্রাহকদের কাছে আগের বইটি বেশি মূল্যবান। তিনি জানালেন, এই পৃষ্ঠা ছেঁড়া বইটি তিনি ভালো ক্রেতা পেলে চার শ টাকায় বিক্রি করবেন চোখ বন্ধ করে। নীলক্ষেতে আছে সেকেন্ডহ্যান্ড ইংরেজি বইয়ের সম্ভার। সেসব পাওয়া যাবে ম্যাগাজিন গলি নামে পরিচিত গলিতে। নীলক্ষেতে রাফিন প্লাজার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে দুই পাশে ইংরেজি বইয়ের সংগ্রহ। দুই নম্বর গলির ভেতর দিকে আছে ৫০ বছর বয়সী ফ্রেন্ডস বুক কর্নার। এখানকার স্বত্বাধিকারী নুর আলম চৌধুরী বললেন, সত্তরের দশকে তিনি ১০ টাকা করে বই ভাড়া দিতেন শিক্ষার্থীদের। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন অল্প টাকায় বই নিয়ে পড়ে নোট করতে পারতেন, তেমনি তিনি নিজেও সেই টাকা দিয়ে আরও নতুন বই তৈরি করতে পারতেন। নীলক্ষেতে ফুটপাতে ২০ টাকায় বই বিক্রি করেন আব্দুর রফিক মিয়া। তিনি বললেন, এখানে পাওয়া যায় না এমন কোনো বই নেই। তবে খুঁজে নিতে হবে। নীলক্ষেতে আছে প্রায় চার শ বইয়ের দোকান। তবে এর মধ্যে কতগুলো শুধু পুরোনো বই বিক্রির জন্য, এর কোনো জরিপ নেই। মার্কেটের শেষ দিকে টাইপিং ও বাইন্ডিং দোকানগুলো। বই কেনার পাশাপাশি পুরোনো বই মেরামত বা বাঁধাই করার সবচেয়ে বড় জায়গাও নীলক্ষেত। বর্ষীয়ান বই বিক্রেতা নুর আলম বললেন, বই নিয়ে ষাটের দশকের কথা। ‘তখন এমন পাঠক ছিল, যারা সত্যিকারের বইয়ের সমঝদার। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধএসব ঘটনায় অনেকের স্থানান্তর হয়েছে। ঘরবাড়ি বদলালেই বইপত্রে নাড়াচাড়া পড়ে। সেখান থেকে পুরোনো বই আমাদের কাছে কেজি হিসেবে বিক্রি করতেন ভাঙারিওয়ালারা। তাঁদের কাছ থেকে ইংরেজি ম্যাগাজিন কিনে বিক্রি করতাম। নীলক্ষেতে তখন বেশি হলে সাত থেকে আটজন বই বিক্রেতা ছিলেন। তবে কী সব পাঠক ছিল! তাঁরা ছিল সত্যি সমঝদার।’ তবে পুরোনো বইয়ের রমরমা অবস্থা তখন বাংলাবাজারেই ছিল বলে উল্লেখ করলেন তিনি। বইয়ের তরঙ্গ যেখানে সব সময় থাকে, সে জায়গার নাম বাংলাবাজার। এখানে প্রবেশমুখেই ছিল পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো। এখন নামমাত্র কয়েকটি দোকান আছে। তবে বেশির ভাগ দোকানেই বিক্রি হয় গাইড বই। এখানকার পুরোনো বইয়ের সংগ্রহ থেকে অপসৃত সৃজনশীল সাহিত্যের বই। কিন্তু বাংলাবাজারের জমজমাট ভাবটি সব সময় রয়েছে; কারণ এখানেই দেশের সবচেয়ে বেশি সৃজনশীল প্রকাশনীর দোকান, গাইড বইয়ের ছাপাখানা। এখানে অপরিসর গলি, গলির ভেতরে থরে থরে বিভিন্ন বইয়ের দোকানই সারাক্ষণ সরগরম রাখে বাংলাবাজারকে। শোনা যায়, গত শতকের পঞ্চাশের দশকে মল্লিক ব্রাদার্স কলকাতা থেকে এসে বাংলাবাজারে সৃজনশীল বইয়ের ব্যবসা শুরু করেছিল। বর্তমানে এখানে আছে আগামী, সময় প্রকাশন, অনন্যা, বিদ্যা প্রকাশ, আফসার ব্রাদার্স, অনুপমসহ অনেকগুলো প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠানের বইয়ের ব্যবসা। অনন্যা প্রকাশনীর মনিরুল হক জানালেন, এখানে তাঁদের পৈতৃকভাবে বইয়ের ব্যবসা। এখানে বইয়ের দোকানগুলো ছিল অধিকাংশ টিনের ঘরের। তখন বাংলাবাজারের প্রবেশমুখে ছিল পুরোনো বই বিক্রির ব্যবস্থা।

বাংলাবাজারে প্রায় পাঁচ দশক ধরে আছে আগামী প্রকাশনী। স্বত্বাধিকারী ওসমান গনি বললেন, একসময় ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে বাংলাবাজারের দিকে যেতে ডানে ছিল সিলভার মার্কেট। এ জায়গা ছিল পুরোনো বই বিক্রির জন্য বিখ্যাত। রবীন্দ্র রচনাবলি থেকে শুরু করে সমকালীন লেখকদের সৃজনশীল সাহিত্যের বই, ভারতীয় বাংলা বই, সব পাওয়া যেত এই বাংলাবাজারে। এখন সেই সব পুরোনো বইয়ের দোকান হারিয়ে গিয়েছে। যেমন কমেছে পুরানা পল্টনের পথের পাশের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো।

বুদ্ধদেব বসু থেকে অলকানন্দা প্যাটেল, অনেক গুণীজনের স্মৃতিকথায় আছে পুরানা পল্টনের গল্প। সেই পুরানা পল্টন এখন দ্রুত গতিময়। ছন্দ হারিয়েও যেন কী একটা কিছু অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে পুরানা পল্টন নামের সঙ্গে। বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের বিপরীত দিকের বইয়ের দোকানগুলোতে দাঁড়িয়ে বোঝা গেল সে অনুরণন। এখানে আছে ১২ থেকে ১৫টি বইয়ের দোকান। প্রথম দোকানটি আবদুর রহমানের। তাঁর কাছে আছে ২০ টাকার বই। দুই দশক ধরে বই বিক্রি করছেন এখানে বসে। এই দোকান থেকে সামনে এগিয়ে গেলে মোহাম্মদ বাবুল মিয়ার দোকানটি চার দশকের বেশি বয়সী। তিনি জানালেন, আগে এখানে আরও দোকান ছিল। এসবই ভ্রাম্যমাণ দোকান। সেই বই বিক্রেতাদের কেউ কেউ এখন মনোহারি জিনিসপত্র বিক্রি করেন। তাঁর দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাওয়া গেল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ডমরু চরিত বইটি। এ বইয়ের বর্তমান সংস্করণ থাকলেও বাবুল মিয়ার দোকানের বইটির সংস্করণ ১৯২৩ সালের। আবুল কালাম বললেন, ‘চলতি পথে অনেক মানুষই আসে, বই দেখে তবে ভিড় আর যানজটে আগের মতো মানুষ দাঁড়ায় না।’ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে খুঁজে বের করা গেল অধুনালুপ্ত রাদুগা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত লিও তলস্তয়ের পুনরুজ্জীবন উপন্যাসটি। পুরোনো বইয়ের মূল্য কম হলেও এসব দুষ্প্রাপ্য বইয়ের দাম কিন্তু ভালোই।

সময় প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী ফরিদ আহমেদ বললেন, বায়তুল মোকাররমের কাছে হাউস বিল্ডিং গলিতে বিদেশি ম্যাগাজিনের সন্ধান পাওয়া যাবে। একসময় তোপখানা রোড দিয়ে সেগুনবাগিচার দিকে প্রবেশপথে ছিল ছোট ছোট কয়েকটি পুরোনো বইয়ের দোকান। সেখানে পাওয়া যেত দুষ্প্রাপ্য সব বই। এখন আর চোখে পড়ে না।

তবে চেনা জায়গা থেকে পুরোনো বইয়ের দোকানগুলো হারিয়ে গেলেও সময়ের প্রয়োজনেই আবার রাজধানীতে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন পুরোনো বইয়ের দোকান। যেমন মিরপুর ১০ নম্বরে এখন তৈরি হয়েছে অনেকগুলো পুরোনো বইয়ের দোকান। নীলক্ষেতের মতো অতটা বিস্তৃত না হলেও ৩৫-৪০টি ছোট ছোট বইয়ের দোকান নিয়ে গড়ে উঠেছে মিরপুরের এই পুরোনো বই বাজার। মিরপুর ১০ থেকে পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশনের সামনের ফুটপাত ঘেঁষে শুরু হয়েছে বইয়ের দোকানগুলো। পাঠকের পদচারণে জমে দিনের দ্বিতীয় ভাগ থেকে। চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। পুরোনো বইয়ের পাঁড় পাঠক অধ্যাপক আলতাফ হোসেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে হাজারের বেশি পুরোনো বই। তিনি বললেন, শতবর্ষী ছাপা, এককালের জনপ্রিয় হয়েও হারিয়ে যাওয়া, প্রচ্ছদহীন বা দুটো পৃষ্ঠা ইঁদুরে কাটা বইটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যদি তা আমার প্রয়োজনের বইটি হয়। একটা দুষ্প্রাপ্য পুরোনো বই যে বইপ্রেমীর কাছে কতখানি তুরীয় আনন্দের উৎস, তা শুধু বইপ্রেমীই বুঝবেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ত্রিপুরা স্টেট সংগ্রাম শিক্ষা কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

২০০৪ সালের গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক রহমানসহ সবার খালাস বহাল সুপ্রিম কোর্টে

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশের বহুল আলোচিত একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা লুৎফুজ্জামান বাবর-সহ সব আসামিকে খালাসের হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের আপিল বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই রায় ঘোষণা করেন। হাইকোর্টের রায়ের কিছু অংশ সংশোধন করে পর্যবেক্ষণ-সহ এই রায় প্রদান করা হয়।

আদালতে তারেক রহমান ও বাবরের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও মোহাম্মদ শিশির মনির।

আদালতে বিএনপির আইনজীবীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, আইনজীবী গাজী কামরুল ইসলাম সজল, মাকসুদ উল্লাহ, মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া প্রমুখ।

রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক হক, আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্লাহ আল মাহমুদ মাসুদ। গত একুশে আগস্ট উভয়পক্ষের শুনানি শেষে রায়ের জন্য এ দিন ধার্য্য করেছিলেন আপিল বিভাগ।

এর আগে ১ ডিসেম্বর সব আসামিকে খালাস দিয়ে রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। রায়ের পূর্ণাঙ্গ অননলিপি প্রকাশিত হলে রাষ্ট্রপক্ষ লিভ টু আপিল দাখিল করে। পরে ১ জুন লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেন আপিল বিভাগ।

২০০৪ সালের একুশে আগস্ট ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের ২৪ নেতাকর্মী নিহত হন। ওই ঘটনায় হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দুটি মামলা হয়। ২০১৮ সালে ঢাকার বিচারিক আদালতে দুটি মামলার রায়ে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর ও প্রাক্তন শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু-সহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান-সহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন এবং ১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

রায়ের পর মামলার সব নথি হাইকোর্টে পাঠানো হয়। অন্যদিকে কারাগারে থাকা দণ্ডিতরা পৃথক জেল আপিল ও নিয়মিত আপিল করেন। হাইকোর্টে নিষ্পত্তির পর এখন সর্বোচ্চ আদালতে মামলাটি নিষ্পত্তি হলো।

বাংলাদেশে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর দুর্নীতি কমলেও পুরো নির্মূল হয়নি

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর: ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলেও দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর চেয়ারম্যান ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়াঁ। তাঁর মতে, দুর্নীতি এখনো বিদ্যমান। তবে এটি বেড়েছে নাকি কমেছে সেই বিষয়ে মন্তব্য করার মতো সময় এখনো আসেনি।

বৃহস্পতিবার ঢাকার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন। টিআই প্রধানের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে এই আয়োজন করে টিআইবি।

ফ্রাঁসোয়া ভ্যালেরিয়াঁ বলেন, 'আমাদের জানতে হবে, অর্থ কোথায় আছে এবং কারা এর মালিক। কেবল তখনই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যকর হবে।'

শেখ হাসিনা-নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ আমলের শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে জনগণের সেবা করার জন্য নয়, বরং মুনাফা অর্জনের জন্য। প্রতি বছর বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, যা বৈশ্বিক দুর্নীতির অর্থনীতির অংশ হয়ে গেছে।'

টিআই-এর হিসাবে, পাচার হওয়া অর্থের বড় অংশ অফশোর অ্যাকাউন্ট, ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম ও ট্যাক্স হেভেনের মাধ্যমে দুবাই, সিঙ্গাপুর, হংকং, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের মতো আর্থিক কেন্দ্রে চলে গেছে। এসব অর্থ জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যবহার না হয়ে রিয়েল এস্টেট ও বিলাসবহুল সম্পত্তিতে বিনিয়োগ হয়েছে। সম্প্রতি লন্ডনে ১৮৫ মিলিয়ন পাউন্ডের সম্পত্তি জব্দের ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে টিআই প্রধান বলেন, 'এটি প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফল দিতে পারে। তবে চ্যালেঞ্জ হলো নিশ্চিত করা যে এই অর্থ বিদেশি কোষাগারে না গিয়ে বাংলাদেশের জনগণের কাছে ফিরবে।'

ভ্যালেরিয়াঁ বাংলাদেশে উপকারী মালিকানা স্বচ্ছতাবিষয়ক খসড়া আইন দ্রুত পাসের আহ্বান জানান। তার মতে, এই আইন শেল কোম্পানির আড়ালে থাকা প্রকৃত মালিকদের চিহ্নিত করবে, যারা প্রায়ই অবৈধ অর্থ পাচারে জড়িত থাকে।

৪৪ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে তুরায় জোরদার বিক্ষোভ

তুরা, ৪ সেপ্টেম্বর: মেঘালয়ের গারো পাহাড় অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল -এর কর্মচারীরা ৪৪ মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে বৃহস্পতিবার তুরা শহরে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করলেন। তাদের এই আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেছে গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন -সহ বিভিন্ন ছাত্র, সামাজিক এবং নাগরিক সমাজের সংগঠন।

উইলিয়াম পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি জিএইচএডিসি সদর দফতরের সামনে দিয়ে মেম্বারস হোস্টেল, ডিসি অফিস রোড, তুরা বাজার, হাওয়াখানা-র পথ পরিক্রমা করে আবার নিজের শুরুর স্থানে ফিরে আসে। শহরের মূল সড়কজুড়ে শত শত বিক্ষোভকারীর ঢল নামে।

জিএইচএডিসি-র কর্মচারীদের অভিযোগ, তারা প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে টানা বেতনবঞ্চনার শিকার, অথচ কার্যনির্বাহী কমিটি বকেয়া বেতন সংক্রান্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না করে মাত্র পাঁচ মাসের বেতন মেটানোর প্রস্তাব দিয়েছে এবং আগামী নভেম্বর থেকে নিয়মিত বেতন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তাদের স্পষ্ট দাবি, সমস্ত বকেয়া বেতন এককালীন মেটাতে হবে, আংশিক মেটানোর কোনো প্রশ্নই নেই।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কেঃ সাংমা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার নভেম্বর থেকে বেতন মেটানোর বিষয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তবে তার শর্তজিএইচএডিসি-কে নিজেদের আর্থিক সংস্কার আনতে হবে এবং হিসাবদায়িতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের সংকট আবার না দেখা দেয়।

কিন্তু এই শর্ত নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলি। তাদের অভিযোগ, রাজ্য সরকারের এই ধরনের শর্ত জিএইচএডিসি-র স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ ও কাউন্সিলের মর্য্যাদাকে খর্ব করার সামিল।

সামাজিক সংগঠনগুলোর তরফে কড়া বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, যদি দ্রুত সমস্ত বকেয়া মেটানো না হয়, তবে আন্দোলনের পরিসর আরও বাড়বে এবং রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটা হবে।

এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জিএইচএডিসি ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অসমের অঞ্জন পাঠক সফলভাবে সম্পন্ন করলেন বিশ্বের অন্যতম কঠিন সহনশীলতা দৌড়

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর : অসমের স্পোর্টস প্রেমী অঞ্জন পাঠক সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম কঠিন সহনশীলতা প্রতিযোগিতা 'ফুল আয়রনম্যান টালিন' সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় একদিনে ৩.৮ কিলোমিটার সমুদ্র সাঁতার, ১৮০ কিলোমিটার সাইক্লিং এবং ৪২.২ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করতে হয়। ২০২৩ সালের টালিন আয়রনম্যানে অঞ্জন ছিলেন একমাত্র অসম থেকে অংশগ্রহণকারী যিনি পুরো রেস শেষ করতে সক্ষম হন।

অঞ্জনের এই সাফল্য নতুন নয়; এর আগে তিনি আটটি পূর্ণ ম্যারাথন, দুইটি অলিম্পিক-দূরত্ব ট্রায়াথলন এবং আয়রনম্যান ৭০.৩ গোয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। এই বছর অক্টোবর মাসে আয়রনম্যান ভিক্টোরিয়ায় অংশগ্রহণের পর সফল হতে না পারলেও তিনি তা থেকে হাল ছাড়েননি। দেশে ফিরে নিজ উদ্যোগে কোচ ছাড়াই কঠোর অনুশীলন চালিয়ে গেলেন এবং আবার ফিরে এসে টালিন আয়রনম্যান সম্পন্ন করলেন।

অঞ্জনের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল দিনে সামান্য সময় অনুশীলন দিয়ে, যা ধীরে ধীরে দিনে প্রায় আট ঘণ্টায় উন্নীত হয়। তার কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ় সংকল্পই তাকে বিশ্বের এই চ্যালেঞ্জিং প্রতিযোগিতায় জয়ী করেছে। অঞ্জনের এই সাফল্য অসমের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 05/EE/DWS/KCP/2025-26

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
12	DNIe-T No: 19/EE/DWS/KCP/2025-26.	Rs.11,48,160.00	Rs.22,963.00	552 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 06-09-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 06-09-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee Rs.1000.00 [Non-refundable].
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in and https://eprocure.gov.in/epublish/app
ICA/C/2144/25

Executive Engineer
DWS Division kanchanpur, North Tripura.

বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তরা ভোটে অংশ নিতে পারবে না, থাকবে না সরকারি পদও

জাকির হোসেন, ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তথা আইসিটিতে দাখিল করা হলেই তিনি নির্বাচন অযোগ্য হবেন। জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকলে তিনি আর স্বপদে বহাল থাকতে পারবেন না। এ ছাড়া সরকারি তথা রাষ্ট্রীয় পদ বা দায়িত্বে থাকার অযোগ্য হবেন। এই বিধান রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন ১৯৭৩ সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারির উদ্যোগ নিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূস-নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচার চলার মধ্যে বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সংশোধিত এই অধ্যাদেশ অনুমোদন পাওয়ার তথ্য দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। অধ্যাদেশটি জারি হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ঢাকায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের তথ্য তুলে ধরে প্রেস সচিব বলেন, "অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর নতুন সেকশন ২০ সি যুক্ত করা হয়েছে।"

"সংযোজিত ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইসিটি আইনের ৯১ ধারা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা বহাল থাকার অযোগ্য হবেন। একইভাবে তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক হিসাবে নির্বাচিত হওয়া বা বহাল থাকার অযোগ্য হবেন। "এমনকি প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ পাওয়া বা অন্য কোনো পাবলিক অফিসে অধিষ্ঠিত হওয়ারও অযোগ্য হবেন।"

গত বছরের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। সে দিন দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হাসিনার সরকারের মন্ত্রী-এমপি ও আওয়ামী লীগের নেতাদের কয়েকজন ধরা পড়েন। অনেকেই বিদেশে বা আত্মগোপনে চলে গেছেন।

অভ্যুত্থান দমানোর চেষ্টায় মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের-সহ কয়েকজন প্রাক্তন মন্ত্রী-এমপির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ জমা পড়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় এই বছর ১০ জুলাই শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল ও প্রাক্তন পুলিশপ্রধান তথা আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনের বিরুদ্ধে পাঁচ অভিযোগে বিচার শুরুর আদেশ দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। আসামিদের মধ্যে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন দায় স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়েছেন। তিন আসামির মধ্যে একমাত্র তিনিই কারাগারে আটক আছেন, বাকি দু'জনকে পলাতক দেখিয়ে ৪ আগস্ট হতে মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে।

সিএ এ-এর মেয়াদ বৃদ্ধি, অসম চুক্তি ও অসমের আবেগের অবমাননা: বিরোধীদের কঠোর সমালোচনা

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর: আসামে বিরোধী দলগুলো কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা জানিয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ সংক্রান্ত সেই আদেশের জন্য, যা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত অ-মুসলিমদের ২০২৪ সাল পর্যন্ত বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়াই ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থানের সুযোগ দিচ্ছে।

সিএ এ-র মূল বিধান অনুসারে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগেই ওই তিন দেশের হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও পারসিদের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত করা হয়েছিল, যার জন্য তাঁরা অন্তত ৫ বছর ভারতে বসবাস করতে হবে। কিন্তু ১ সেপ্টেম্বরের নতুন নোটিফিকেশনে এই সময়সীমা দশ বছর বাড়িয়ে ২০২৪ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে।

এটি অসম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছে অসম জাতীয় পরিষদ , কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি ও সিপিআই(এম)। অসম চুক্তিতে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্তকরণ ও ফেরত পাঠানোর জন্য ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এজেপি সভাপতি লুৰিঞ্জোতি গগৈ বলেন, "সিএ এ-এর সময়সীমা আরও ১০ বছর বাড়িয়ে বিজেপি আসামের মানুষের ওপর বিদেশিদের বোঝা ৪৩ বছর থেকে ৫৩ বছর করেছে। এটি আসামের মানুষের প্রতি সর্বকালের সর্ববৃহৎ অন্যায়।" গগৈয়ের নেতৃত্বে এজেপি কর্মীরা গাহাটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে আদেশের কাগজ পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানান।

অসম বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকীয়া (কংগ্রেস) বলেন, "এই বিজ্ঞপ্তি প্রায় পাঁচ লক্ষ অবৈধ বিদেশিকে আসামে থাকার সুযোগ দেবে, যা অসম চুক্তিকে ক্ষুণ্ণ করবে। এটি অসম চুক্তি এবং আসামের মানুষের আবেগের ওপর কুরুচিপূর্ণ আঘাত। আমরা এই আদেশের দ্রুত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি বা অন্তত অসমের জন্য এটি অব্যাহতি দেওয়া হোক।"

এএপি-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজীব শইকীয়া এই সিদ্ধান্তকে "সর্বনাশা এবং স্বৈরাচারী" হিসেবে নিন্দা জানিয়ে কেন্দ্রকে আদেশ প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। সিপিআই(এম)ও একই দাবি করে বলেন, এটি আসামের সামাজিক সামঞ্জস্যের জন্য বিপজ্জনক।

অন্যদিকে, কর্মকর্তারা জানান, সাম্প্রতিক গৃহীত ইমিগ্রেশন এবং বিদেশী আইনের আওতায় নেওয়া এই নোটিফিকেশন মূলত ২০১৪ সালের পর পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুদের সহ বহু মানুষের জন্য স্বস্তির ব্যবস্থা হিসেবে আনা হয়েছে, যারা তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আসামে রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মণিপুরে জাতিগত হিংসা প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি কংগ্রেস সাংসদের

ইমফল, ৪ সেপ্টেম্বর: মণিপুরের ইনার মণিপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সাংসদ আঙ্গোমচা বিমল আকইজাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-কে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। ৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি জানান, গত বছর থেকে চলা জাতিগত হিংসার ফলে সাধারণ মানুষ যে দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন, তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায় স্বীকার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

'প্রধানমন্ত্রীর যদি একটুও লজ্জা থাকে, তবে তিনি মণিপুরের জনগণের কাছে ক্ষমা চাইবেন। এই সফর যেন শুধুমাত্র প্রতীকী না হয়, বরং সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা ও দুর্দশাকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি পদক্ষেপ হয়,' বলেন কংগ্রেস সাংসদ বিমল আকইজাম।

২০২৩ সালের মে মাসে মেইতেই এবং কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়াবহ জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হয়, যাতে কমপক্ষে ২৬০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। সেই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি এখনো পর্যন্ত মণিপুর সফর করেননি, যার কারণে বিরোধীরা বারবার তাঁর সমালোচনা করেছেন।

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং পদত্যাগ করার পর রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

সাম্প্রতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১২ সেপ্টেম্বর মিজোরাম সফরে যাচ্ছেন এবং পরের দিন বাইরাবি-সাইরাং রেললাইন উদ্বোধন করবেন। একই সফরে তাঁর মণিপুর যাওয়ার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে।

তবে রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিক ও বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর মণিপুর সফর নিয়ে কোনও সরকারি নিশ্চয়তা বা ঘোষণা পাওয়া যায়নি।

রাজ্যবাসীর মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরের অস্থির পরিস্থিতি এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে। বিমল আকইজামের মন্তব্য সেই অসন্তোষকেই আরও জোরালো করেছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, যদি প্রধানমন্ত্রী মোদি মণিপুর সফরে আসেন, তবে তা হবে এই দীর্ঘ চলা সংঘর্ষের আবহে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা।

PNICT NO- 24/EE/PWD(DWS)/AMB/2025-26

Single bid item rate e-tender is invited for 02(Two) No. tender viz. Water supply distribution at different distress pockets through water tanker in scare areas of Ambassa RD Block & Hiring of 01(one) nos. Eco for official activities O/o the Assistant Engineer, DWS Sub-Division, Chawmanu under DWS Division, Ambassa.
Last date & time for online Bidding: 08-09-2025 upto 3:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
All details can be seen press notice website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact email- dwsdhalaiambassa@gmail.com
ICA/C/ 2150/25
For and on behalf of Governor
(Er. R. Debbarma) Executive Engineer DWS Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura

সন্ধান চাই

Ref-G.B TOP G.D Entry No.16– dated 02.09.2025.

পাশের ছবিটি সাধন বন্ধু চক্রবর্তী পিতা মৃত দীনবন্ধু চক্রবর্তী, সাং ইন্দ্রনগর, আই টি আই রোড, থানা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স ৮৪ বছর উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, পরনে ছিল হলুদ রঙের টি শার্ট। গত ০১/০৯/২০২৫ ইং আনুমানিক সকাল ৫ টার সময় কাউকে কিছু না বলে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জিবি টিওপি- ০৩৮১-২৩৫৫০৯৫
ICA/D-912/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

P'NIET No.: 82/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 02/09/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) / Original Equipment Manufacturer's (OEM) authorized service provider / Reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:

NIT No.	82/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of Work:	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01 (One) no. Elevator (Thyssenkrupp Make) 10 passenger lift (Machine No - 4005), installed at Block -1 of New Secretariat Building, Capital Complex, Agartala, for a period of 06(Six) months(w.e.f 13.10.2025 to 12.04.2026)
Estimated cost:	Rs.1,70,371.50
Time of Completion:	6(six)months
Earnest Money:	Rs.3,407.00
Bid Fee	Rs.1000.00
Last date and time of submission of bid:	12/09/2025

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in
ICA/C/ 2140/25

Executive Engineer
Mechanical Division Tripura

One Time Financial Support (1st Installment for the Academic Year 2024-25) - সম্পর্কিত

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত অ-উপজাতি খ্রীস্টান, অ-উপজাতি বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ, জৈন ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে সকল ছাত্র/ছাত্রীরা এককালীন আর্থিক সহায়তার জন্য ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম কিস্তির জন্য bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন করেছেন, কিন্তু Hard Copy এখনো জমা করেননি, তাদেরকে বর্ধিত সময়সীমা আগামী ১২/০৯/২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উক্ত বর্ধিত সময়সীমার পর কোন আবেদনপত্র জমা রাখা হবে না এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট (minoritieswelfare tripura.gov.in) এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।
দূরভাষ :- ০৩৮১ - ২৩০০০৮৩...

স্বাক্ষর
Sd/-
(নির্মল অধিকারী, আই.এ.এস)
অধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-909/25

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The **Executive Engineer,** Electrical Division, Agartala Municipal Corporation: Tripura* on behalf of the 'Hon'ble Mayor, AMC, invites **e-tender in Single bid** system for the following work:-

Sl No.	Name of The work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for Document and Downloading and Bidding
01	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/24/2025-26	4,45,000.00	8,900.00	10(Ten)days	Date : 08/09-2025 Time : 15:00 Hrs
02	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/25/2025-26	19,05,000.00	38,100.00	15(Fifteen) days	
03	DNIeT-EE(Elect)/ AMC/26/2025-26	2,98,521.00	5,970.00	15(Fifteen) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ড্রাই ফ্রুটস কখন খেলে বেশি উপকার

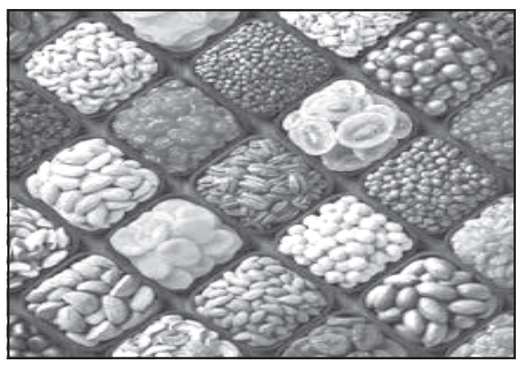

আজকাল স্ন্যাকস হিসাবে তেল-ঝাল-মশলাযুক্ত খাবারের বদলে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়া পছন্দ করেন বেশিরভাগ মানু। আমন্ড, কাজু, মাখানা, কিশমিশ, খেজুর, আখরোট পছন্দের তালিকা কী নেই! পুষ্টিগুণে ভরপুর ড্রাই ফ্রুটস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু ঘুরতে ফিরতে মুঠো মুঠো ড্রাই ফ্রুটস খাওয়া কি আদৌ ভাল? দিনের ঠিক কোন সময়ে শুকনো ফল খাওয়া উচিত, জেনে নিন।

যদিও ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার কোনও ভাল অথবা খারাপ সময় নেই। তবে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ধরনের বাদাম খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। অনেকেই সকালে ভিজিয়ে রাখা আমন্ড ও আখরোট খান। বিশেষজ্ঞদের মতে, খিদে পেলে কিংবা এনার্জি কম থাকলেও স্ন্যাকস হিসাবে এক মুঠো শুকনো ফল খেতে পারেন। কিছু ড্রাই ফ্রুটস যেমন সকালে খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। আবার কয়েকটি দুপুরের আগে অর্থাৎ মিড মর্নিং স্ন্যাকস হিসাবে এবং সন্ধেবেলাও খেতে পারেন। কোন সময়ে কোন ড্রাই ফ্রুটস খাবেন- ড্রাই ফ্রুটসের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বেশি। তাই শরীরচর্চার পর খেলে এর প্রাকৃতিক সুগার ও ফ্যাট শরীরের কাজে লাগে। আর যাঁরা তুলনামূলক কম সক্রিয়, তাঁদের জন্য সকালে বা ব্যায়ামের আগে পরিমাণে অল্প খাওয়াই ভাল। যে সকল মহিলাদের পিরিয়ডে খুব বেশি রক্তপাত হয়, তাঁদের জন্য সকালে ভেজানো কিশমিশ উপকারী। কারণ এতে প্রচুর আয়রন থাকে। পিএমএস-এর যন্ত্রণায় ভুগলে ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ কুমড়োর বীজ, বাদাম বা আখরোট রাতের স্যুপে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। সকালে কাজু, আখরোট আর বাদাম খেলে সারা দিনের এনার্জি পাওয়া যায়। ব্যায়ামের আগে খেজুর-পেস্তা, এপ্রিকট খেলে চটজলদি এনার্জি পাবেন। কাজু আর কিশমিশ দুপুরের দিকে খেতে পারেন। ওজন কমাতে হলে সকালে খালি পেটে আমন্ড, আখরোট, ভেজানো কিশমিশ খাওয়া উপকারী। দিনের বেলা মাঝে মাঝে অল্প পরিমাণে আমন্ড বা পিনাট বাটার খেতে পারেন। এতে দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তি থাকবে, দীর্ঘক্ষণ খিদে পাওয়ার সমস্যা. ভুগবেন না।

'প্রোটিনের খনি' ডিম! কী ভাবে খেলে শরীর পাবে সর্বোচ্চ পুষ্টি, সঠিক কায়দা জানলেই আসল লাভ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে ডিম এমন নাম, যা সহজেই মাথায় আসে। ফিটনেসপ্রেমী থেকে সাধারণ ঘরোয়া মানুষ, সকলের কাছেই ডিম পুষ্টিকর আহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিতর্ক চলে আসছে। প্রশ্ন ওঠে, ডিম খাওয়া উচিত কাঁচা নাকি সেদ্ধ?

কিছু মানুষ মনে করেন যে, কাঁচা ডিমে বেশি প্রোটিন থাকে। অনেক ফিটনেসপ্রেমী মানুষই বেশি পুষ্টি পাওয়ার আশায় চোখ-নাক বুজে কাঁচা ডিম খেয়ে ফেলেন। কিন্তু গবেষণা বলছে সেদ্ধ ডিম বেশি নিরাপদ এবং পুষ্টিগুণও বেশি দেয়। মূল পার্থক্য হল প্রোটিনের শোষণ ক্ষমতা এবং নিরাপত্তা।

ডিমকে প্রায়ই 'প্রোটিনের খনি' বলা হয়। কারণ এতে সব প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। তবে আপনার দেহ কতটা প্রোটিন শোষণ করতে পারে তা ডিমটি কী ভাবে খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে। হেলথলাইন-এর একটি প্রতিবেদনের মতে, কাঁচা ডিমের প্রায় ৫১ শতাংশ প্রোটিনই দেহ শোষণ করতে পারে। অথচ সেদ্ধ ডিম প্রায় ৯১ শতাংশ প্রোটিন শোষণযোগ্য, অর্থাৎ সেদ্ধ ডিম প্রায় দ্বিগুণ উপকার দেয়।

কম প্রোটিন শোষণ কাঁচা ডিমে অ্যাভিডিন নামক একটি প্রোটিন থাকে, যা বায়োটিন (ভিটামিন বি৭) শোষণকে বাধা দেয়। বায়োটিন আমাদের চুল, ত্বক এবং স্নায়ুতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ডিম রান্না করলে অ্যাভিডিন নিরপেক্ষ হয়ে যায়, এবং দেহ পূর্ণ পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া- কাঁচা বা আধা সেদ্ধ ডিমে স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে, যা ফুড পয়জনিং সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, জ্বর ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিম সেদ্ধ করলে এই ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয় এবং ডিম নিরাপদে খাওয়া যায়।

বেশি প্রোটিন শোষণ- সেদ্ধ ডিম কাঁচা ডিমের প্রায় দ্বিগুণ প্রোটিন প্রদান করে। এটি শরীরের শক্তি, এনার্জি এবং সামগ্রিক ফিটনেস বজায় রাখতে সাহায্য করে।

নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর সঠিকভাবে সেদ্ধ করা ডিম স্যালমোনেলা-এর মতো ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, তাই এটি সব বয়সের মানুষের জন্য নিরাপদ।

সুবিধাজনক সেদ্ধ ডিম যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া সহজ এবং দ্রুত খাওয়ার স্ন্যাক্স হিসাবে কাজ করে। অফিস, স্কুল বা ভ্রমণের সময় এগুলি টিফিন বক্সে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এতে অতিরিক্ত কোনও উপাদান লাগে না এবং প্রস্তুত করতেও খুব কম সময় লাগে। পরিশেষে বলা যায়, ডিম হল একটি চমৎকার প্রোটিনের উৎস, যা শরীরের শক্তি, পেশী গঠন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কাঁচা ডিমের তুলনায় সেদ্ধ ডিম বেশি নিরাপদ ও পুষ্টিকর, কারণ এটি প্রোটিন শোষণ বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে দূর করে। সহজে প্রস্তুত এবং বহনযোগ্য হওয়ায় সেদ্ধ ডিম দৈনন্দিন খাবারের একটি সুবিধাজনক অংশ হতে পারে। তাই, স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং পুষ্টি নিশ্চিত করতে সেদ্ধ ডিমকে ডায়েটে নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করাই শ্রেয়।

কানের ব্যথা ঘরোয়া উপায় স্বস্তি মিলবে

হঠাৎ করেই কানে টান ধরা বা ব্যথা শুরু হলে এক মুহূর্তেই যেন জীবনটা থমকে যায়। শিশু হোক বা প্রাপ্তবয়স্ক, কানের এই যন্ত্রণা সহ্য করা বেশ কঠিন। ঠান্ডা-কাশি, সংক্রমণ, কিংবা কানে জল ঢুকে যাওয়া নানা কারণেই কানে ব্যথা হতে পারে। বেশি কষ্ট হলে অতি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে। আর যদি অতটাও ব্যথা না হয়, কিন্তু ধরুন কষ্ট হচ্ছে তা হলে হাতের কাছের কিছু সহজ উপায়েই ঘরে বসে অনেকটা আরাম পাওয়া সম্ভব। এক ঝলকে দেখে নিন কানে ব্যথা হলে তা সারানোর ঘরোয়া কিছু কার্যকর টিপস

গরম সেঁক: কানে ব্যথা হলে সবচেয়ে প্রচলিত এবং দ্রুত কার্যকর উপায় হল গরম সেঁক নেওয়া। নরম কাপড়ে গরম জল ভর্তি বোতল মুড়ে কানের পাশে ধরলে প্রদাহ কমে ও ব্যথা কমে যায়। রসুনের তেল: রসুন প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে কাজ করে থাকে। সামান্য তেল গরম করে তাতে রসুন দিয়ে ভেজে নিন প্রথমে। এ বার সেই তেল ঠান্ডা হলে তা কানের বাইরের অংশে আলতোভাবে মালিশ করলে আরাম মিলবে।

তুলসী পাতার রস: তাজা তুলসী পাতা বেটে বের করতে হবে। এ বার সেই রস কানের চারপাশে ব্যবহার করতে হবে। তাতে সংক্রমণ ও ব্যথা দুটোই কিছুটা কমে যায়।

লবণ সেঁক: এক মুঠো লবণ গরম করে কাপড়ে বেঁধে কানের পাশে ধরে রাখুন। যা কানের চাপ হালকা করে এবং ব্যথা প্রশমনে সাহায্য করে।

আদার রস: আদার মধ্যে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণ রয়েছে। যা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। কানের চারপাশে সামান্য আদার রস মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

সঠিক ভঙ্গিতে বিশ্রাম: কানের ব্যথার সময় বিশেষজ্ঞরা বলেন, মাথা উঁচু করে শোওয়া উচিত। এতে কানের চাপ কমে এবং স্বস্তি মেলে। কোন কোন বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন কানের ভেতরে সরাসরি কোনওরকম তরল ঢালবেন না। কানের ব্যথা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, জ্বর আসে বা কানের ভেতর থেকে পুঁজ বের হয়, তা হলে বেশি দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। কানের ব্যথা অনেকেই মনে করেন সাধারণ সমস্যা। কিন্তু তা কোনও মতে অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়। তবে প্রাথমিকভাবে উপরিল্লিখিত ঘরোয়া টিপস মেনে চললে তাৎক্ষণিক স্বস্তি পাওয়া সম্ভব। মনে রাখা ভাল, কান শুধু শোনার অঙ্গ নয়, এটি আমাদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই কানের যত্নে কোনও কমতি রাখা চলবে না।

পেটের মেদ গলাতে এলাচ জলের জুড়ি মেলা ভার

সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখ দুর্গাপুজো। ভাবছেন হয়তো এসব হিসেব নিয়ে হঠাৎ কেন বলছি? আসলে অনেকে এখন ডায়েট করছেন। কারণ নির্মেদ শরীর নিয়ে পুজোতে প্যান্ডেল হপিংয়ের প্ল্যান রয়েছে। এ বার ধরুন ওজন কমানোর জন্য ডায়েট থেকে শুরু করে শরীরচর্চা কিছুই বাদ দিচ্ছেন না। তাতেও ধরুন মনে হচ্ছে কোথাও খামতি থাকছে। এমন সময় হাতে তুলে নিতে পারেন এলাচ জল। পায়েস থেকে শুরু করে নানা মিষ্টিতে আলাদা মাত্রা যোগ করে এলাচ। অবাক লাগলেও এর জল পান করলে ওজন কমে।

এলাচ একটি সুগন্ধি মসলা, যা শুধু রান্নার স্বাদ বাড়ায় না, হজমশক্তি উন্নত করতেও সাহায্য করে। এলাচে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ডিটক্সিফাইং উপাদান শরীরের টক্সিন দূর করে মেটাবলিজম বাড়ায়। এর ফলে চর্বি দ্রুত ভাঙতে সাহায্য হয়, বিশেষত পেটের মেদ কমাতে সহায়ক হতে পারে। কীভাবে কাজ করে এলাচ জল? হজমশক্তি বাড়ায়: খাবার দ্রুত হজম করতে সহায়তা করে, অতিরিক্ত চর্বি জমা রোধ করে।

ঢেকুর ওঠা ও গ্যাস ভাব কমায়: পেট ফাঁপা ও অস্বস্তি কমায় এবং পেটকে হালকা রাখে।

মেটাবলিজম বাড়ায়: শরীরের বিপাক ক্রিয়া বাড়িয়ে ক্যালোরি বার্নের হার বাড়ায়।

ডিটক্সিফিকেশন: শরীরের বিষাক্ত উপাদান দূর করে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এলাচ জল তৈরির পদ্ধতি — রাতে ২-৩টি এলাচ ভিজিয়ে রাখুন এক গ্লাস জলে। সকালে খালি পেটে সেই জল পান করতে হবে। চাইলে হালকা গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। এমনটা করলে কার্যকারিতা আরও বাড়ে। উল্লেখ্য, গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাবেন। অতিরিক্ত এলাচ খেলে হজমের সমস্যা বা অ্যালার্জি হতে পারে। তবে শুধুমাত্র এলাচ জল নয়, সঠিক ডায়েট ও নিয়মিত ব্যায়ামের সঙ্গে এটি পান করলে কার্যকর হয়।

খুশকির শ্যাম্পুতেই কমতে পারে মুখের ব্রণ ?

অ্যানেস্থেসিয়োলজি এবং ইন্টারভেনশনাল পেইন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ড. কুনাল সুদ ২৮ আগস্ট ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে জানান, কিছু অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পুতে থাকা উপাদান যেমন কেটোকোনাজল বা সেলেনিয়াম সালফাইড কখনও কখনও বিকল্পভাবে ব্যবহার করা হয় মুখ ধোয়ার জন্য। বিশেষত, যাঁরা তথাকথিত ফাঙ্গাল অ্যাকনে-তে ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই শ্যাম্পুগুলি কার্যকর হতে পারে বলেই তিনি উল্লেখ করেছেন।

ড. সুদের মতে, এই বিশেষ ধরনের ব্রণ আসলে ব্যাকটেরিয়ার কারণে নয়, বরং ইস্ট সংক্রমণের কারণে হয়। তাই সাধারণ ব্রণ নিরাময়ের প্রচলিত চিকিৎসা এতে কাজ করে না। তাঁর ব্যাখ্যায়, অল্প সময়ের জন্য ত্বকে ব্যবহার করলে এই অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পুগুলি ইস্টের অতিবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।

কনটেন্ট ক্রিয়েটর ডার্সি সম্প্রতি একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি খুশকির শ্যাম্পু মুখ ধোওয়ার কাজে ব্যবহার করেন। এই পোস্টের জবাবেই মন্তব্য করেন চিকিৎসক ড. কুনাল সুদ। নিজের ভিডিও বার্তায় ড. সুদ ব্যাখ্যা করেন, "কিছু অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পু কখনও কখনও বিকল্পভাবে মুখ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়, বিশেষত ফাঙ্গাল অ্যাকনে নিয়ন্ত্রণে।" তিনি আরও জানান, সাধারণ ব্রণের মতো নয়, এই সমস্যাটি আসলে ইস্ট সংক্রমণের কারণে হয়। ব্যাকটেরিয়ার কারণে নয়। তাই প্রচলিত ব্রণ চিকিৎসায় এর খুব একটা সাড়া মেলে না। খুশকির শ্যাম্পুতে সাধারণত যে উপাদানগুলি থাকে যেমন কেটোকোনাজল এবং সেলেনিয়াম সালফাইড, তাদের রয়েছে অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণাগুণ। অল্প সময়ের জন্য ত্বকে ব্যবহার করলে এগুলি ইস্টের অতিবৃদ্ধি কমাতে সহায়ক হতে পারে। সাধারণত সপ্তাহে কয়েকবার, অল্প সময়ের জন্য ত্বকে লাগিয়ে রেখে পরে ধুয়ে ফেলার মাধ্যমেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

তবে এই পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি সতর্ক করে দেন চিকিৎসক। তাঁর মতে, এই পদ্ধতি কোনওভাবেই মূল ব্রণ চিকিৎসা নয়, বরং কেবল একটি সহায়ক উপায়, যা সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। কারণ বেশিরভাগ ব্রণই ব্যাকটেরিয়াজনিত, আর শ্যাম্পুর উপাদান মুখের ত্বকে জ্বালা বা ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি পরামর্শ দেন, যদি ত্বকের সমস্যা চলতেই থাকে, তবে অবশ্যই ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যার মূল কারণ নির্ধারণ করা জরুরি। ড. কুনাল সুদ তাঁর বার্তায় বলেন, "আসলে বেশিরভাগ ব্রণই ব্যাকটেরিয়াজনিত, তাই এই পদ্ধতি সবার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। খুশকির শ্যাম্পুতে এমন কিছু ডিটারজেন্ট থাকে, যা মুখের ত্বকের জন্য তৈরি নয়, ফলে অনেকের ত্বকে জ্বালা বা অস্বস্তি হতে পারে। তাই এটিকে কোনওভাবেই প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে ধরা উচিত নয়, বরং সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার। সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে, যাতে আসল কারণ ধরা যায়।"

নিজের ক্যাপশনে তিনি আরও লিখেছেন, "আপনার খুশকির শ্যাম্পুই কি মুখ ধোয়ার কাজে লাগতে পারে? কিছু অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পুতে কেটোকোনাজল বা জিঙ্ক পাইরিথিয়ন থাকে, যা ফাঙ্গাল অ্যাকনে কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে কেবল তখনই, যদি সমস্যাটি ইস্টের কারণে হয়ে থাকে। যেহেতু বেশিরভাগ ব্রণ ব্যাকটেরিয়াজনিত, তাই এই কৌশল সবার জন্য প্রযোজ্য নয়।"

ডায়াবেটিস রোগীরা আইসক্রিম কী ভাবে খাবেন

আইসক্রিম খেতে ভালবাসেন না, এমন মানুষ বোধ হয় খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ডায়াবেটিসের কারণে অনেক সময়ই এই প্রিয় জিনিসকে খাওয়ার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিতে হয়। এটি এমন একটি রোগ, যেখানে খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি। বিশেষ করে মিষ্টি খাবার সম্পর্কে ডায়াবেটিস রোগীদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে যে, ডায়াবেটিস রোগীরা কি আইসক্রিম খেতে পারেন? এটি কি রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়াবে, নাকি কোনও নিরাপদ উপায় আছে? অনেকেরই ভুল ধারণা যে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আইসক্রিম একদমই নিরাপদ নয়, কিন্তু এটি সত্য নয়। জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিস রোগীরা কতটুকু এবং কীভাবে আইসক্রিম খেতে পারেন। হেলথলাইন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, আইসক্রিমে শর্করা এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে। এর ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীরা কম পরিমাণে আইসক্রিম খেতে পারেন। পরিমাণ যদি সীমিত রাখা হয়, তাহলে এটি শর্করার মাত্রার উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলে না এবং স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ থাকে।

এছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ডায়াবেটিস রোগীদের আইসক্রিম খাওয়া উচিত স্বাস্থ্যকর খাবারের সঙ্গে। যাতে রক্তের শর্করার মাত্রায় কম প্রভাব পড়ে। আইসক্রিম শুধুমাত্র তখনই খাওয়া উচিত যখন শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যদি শর্করা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে, তাহলে আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়। ডায়াবেটিস রোগীরা কখনও কখনও আইসক্রিম খেতেই পারেন। কিন্তু প্রতিদিন আইসক্রিম খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। আইসক্রিমে শর্করা এবং কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে। আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করি, এগুলি হজমের সময় গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। বেশি কার্বোহাইড্রেট মানে হল রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ফলে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁরা আইসক্রিমে থাকা কার্বোহাইড্রেট এবং শর্করার পরিমাণ খেয়াল রাখবেন। এবং সেই অনুযায়ী ইনসুলিন বা অন্যান্য ওষুধ গ্রহণ করবে। আজকাল বাজারে শর্করা-মুক্ত বা কম কার্বযুক্ত আইসক্রিম পাওয়া যায়। এগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা কম বাড়ায় এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো হতে পারে। তবে কিছু আইসক্রিমে থাকা কৃত্রিম সুইটনার কিছু মানুষের গ্যাস বা পেট ফোলার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই এগুলো সাবধানতার সঙ্গে বেছে নেওয়া উচিত। আইসক্রিমের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর টপিংস ব্যবহার করুন, যেমন: বাদাম, বীজ, গ্রিক ইয়োগার্ট, পিনাট বাটার বা হাই-প্রোটিন ওয়াফল কন। আইসক্রিম একা না খেয়ে ফাইবার বা প্রোটিনযুক্ত খাবারের সঙ্গে খেলে রক্তের শর্করা ধীরে বাড়ে।

ফুসফুস খারাপ হচ্ছে ভুল বালিশে শুয়েই

ফুসফুসের যত্ন নেওয়া, সেটিকে ভাল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেটি কাজ না করলে তার পরিণতি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কারণে পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নেওয়া থেকে ধূমপান এড়িয়ে চলার মতো নানা অভ্যাসের কথা উঠে আসে। এই সবের বাইরেও কিছু ছোটখাটো দৈনন্দিন বিষয় থাকতে পারে যা আপনার ফুসফুসের ক্ষতি করছে। এর মধ্যে একটি হল আপনার বালিশ। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। কীভাবে বালিশ আপনার ফুসফুসকে প্রভাবিত করে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন বালিশ পুরনো হলে এবং ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে, এটি আপনার ফুসফুসের এমন ক্ষতি করতে পারে যা কল্পনার অতীত।

কীভাবে বালিশ ফুসফুসের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে? পুরনো বা অপরিষ্কার বালিশে অ্যালার্জেন, ধুলো-কণা, ফাঙ্গাস জন্ম নিতে পারে, যা হাঁপানি বা হাইপারসেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিসের মতো ফুসফুসজনিত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিংবা যাঁদের এই সমস্যা আছে তাঁদের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ফোম বালিশে ছাঁচের উপস্থিতি বিশেষভাবে হাইপারসেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস এর সঙ্গে যুক্ত। যা ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রদাহ ঘটায়। চিকিৎসা না হলে এটি ধীরে ধীরে পালমোনারি ফাইব্রোসিস এবং শ্বাসকষ্টজনিত ব্যর্থতায় রূপ নিতে পারে।

কখন বালিশ বদলানো প্রয়োজন? ঘুম থেকে ওঠার পর নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, চোখ চুলকানো বা জল পড়া কিংবা দীর্ঘস্থায়ী কাশির সমস্যা হয়, তবে তা বালিশ বদলানোর পূর্ব ইঙ্গিত হতে পারে। এছাড়াও বালিশে দৃশ্যমান দাগ, দুর্গন্ধ, ঢিলে হয়ে যাওয়া বা তুলো দলা পাকিয়ে গেলে সেই বালিশ পরিবর্তন করুন। সাধারণভাবে ডাক্তারদের পরামর্শ প্রতি ১—২ বছরে একবার বালিশ বদলানোর ভাল। এতে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদান জমতে পারে না। তবে যাদের হাঁপানি বা সাইনাসের সমস্যা বা ফুসফুসের অসুখ রয়েছে, তাঁদের জন্য প্রতি ৩---৬ মাসে একবার বালিশ বদলানো প্রয়োজন। পুরনো বালিশ অ্যালার্জি বাড়াতে পারে, হাঁপানি তীব্র করতে পারে, আর কিছু ক্ষেত্রে হাইপারসেনসিটিভিটি নিউমোনাইটিস বা অ্যাসপারগিলোসিস- এর মতো গুরুতর ফুসফুসের রোগের কারণ হতে পারে।

চুলের হারানো জেল্লা ফিরাতে মেনে চলুন কয়েকটি টিপস

পুজো আসতে আর এক মাসও বাকি নেই। শুরু হয়ে গিয়েছে উৎসবের আমেজ। দুর্গাপুজো মানেই জমিয়ে সাজগোজ, প্যান্ডেল হপিং, জমাটি আড্ডার মেজাজ। ঘরে হোক কিংবা বাইরে, পুজোর সময়ে সকলের মাঝে মধ্যমণি হয়ে উঠতে কে না চান! তাই তো সারা বছর যতই সময়ের অভাব থাকুক, পুজোর আগে চাই স্পেশাল কেয়ার। কারওর চিন্তা অল্প দিনে ঝরাতে হবে মেদ, কেউ আবার চটজলদি ফিরে পেতে চান ত্বক-চুলের জেল্লা। যার জন্য খুব বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, সামান্য কয়েকটি নিয়ম মানলেই এবারের পুজোয় তাক লাগাতে পারবেন আপনিও।

ঘন কালো চুল সকলেরই স্বপ্ন। বর্তমানে দূষণ, ধুলোবালি, ঘাম সহ আধুনিক ব্যস্ততার জীবনযাপনে চুল নিয়ে সমস্যার শেষ নেই আট থেকে আশির। সারা বছর কোনও মতে বেঁধে বাইরে বেরিয়ে গেলেও পুজোর সময় পোশাকের সঙ্গে মানানসই হেয়ারস্টাইল না করলেই নয়! তবে শুধু হেয়ারকাট কিংবা নামীদামি ট্রিটমেন্ট অথবা হেয়ারকালার করলেই তো আর স্টাইলিংই হয় না! ঘন, উজ্জ্বল চুল পেতে চাই সঠিক যত্নও। তাই মেনে চলুন কয়েকটি সহজ নিয়ম।

১. নারকেল তেলের সঙ্গে মেথি, কালো জিরে, কারি পাতা, গোটা ধনে, ছাচি পেঁয়াজ ও আমলকি ফুটিয়ে ঘরোয়া তেল বানিয়ে লাগালে উপকার পাবেন। সপ্তাহে ২ দিন এই তেল ব্যবহারে করলেই কমবে খুশকি, চুল পড়া, বাড়বে চুলের জেল্লা।

২. চুল পড়ার সমস্যা বেশি থাকলে শুধু পেঁয়াজের রসও লাগাতে পারেন। পেঁয়াজ থেঁতো করে, রস বার করে তা চুলের গোড়ায় লাগিয়ে রাখুন। প্রায় ৪০ মিনিট রেখে ভাল করে মাথা ধুয়ে ফেললেই চুল ঝরা অনেকটাই আটকাবে।

৩. এক দিন অন্তর শ্যাম্পু করার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে শ্যাম্পু করার আগের দিন মাথায় ভাল করে তেল মাসাজ করে নিন। চুলের জন্য সঠিক শ্যাম্পু বাছাই করা জরুরি। সোডিয়াম সালফেটের মতো রাসায়নিক রয়েছে এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ৪. শ্যাম্পু করার পরে ভালভাবে চুল ধুয়ে তবেই কন্ডিশনার লাগান। চুলে গরম ভাপ অর্থাৎ স্টিম দিতে পারলে ভাল। চুলকে গরম থেকে বাঁচাতে হিট প্রোটেকটেড কন্ডিশনারও ব্যবহার করতে পারেন।

৫. ভিজে চুল আঁচড়াবেন না। চুলের ডগায় চিড় ধরে। ফলে চুল দুর্বল হয়ে যায়।

৬. পুজোর আগে নতুন হেয়ারকাট না চাইলে চেরা ডগাগুলো ট্রিম করে নিন।

বৃহস্পতিবার ইমারজেন্সি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়।

হিমাচল প্রদেশে বর্ষার প্রভাবে বিপর্যস্ত জনজীবন, ১,৩৫০টিরও বেশি রাস্তা বন্ধ, উদ্ধার কাজে বাধা দিচ্ছে আবহাওয়া

চাম্বা, ৪ সেপ্টেম্বর : হিমাচল প্রদেশে টানা বর্ষার ফলে স্বাভাবিক জনজীবন চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে।
রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৫টি জাতীয় সড়ক এবং ১,৩৫০টিরও বেশি রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। বৃষ্টির কারণে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সরবরাহেও বিঘ্ন ঘটেছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ আরও বিপাকে পড়েছেন।
ভারী বর্ষণের কারণে রাজ্যে চলমান উদ্ধার ও ত্রাণ কাজও ব্যাহত হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর আজ রাজ্যের একাধিক এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি করেছে।
দফতর জানিয়েছে, এই বর্ষা চলবে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ফলে আগামী কয়েকদিনেও পরিস্থিতি উন্নতির সম্ভাবনা কম।
এদিকে, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুক্কু সব জেলা প্রশাসনকে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে চাম্বা জেলার মানিমহেশে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারের জন্য তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার মোতায়েনের আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বর্তমানে প্রশাসনের তরফে যুদ্ধকালীনভাবে রাস্তা পরিষ্কার, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং পানীয় জলের সরবরাহ পুনরুদ্ধারে কাজ চলছে। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকায় অনেক স্থানে কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

জিএসটি সংস্কারে সস্তা হবে চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা বৃহস্পতিবার জানান, সদ্য ঘোষিত জিএসটি সংস্কার 'পরবর্তী প্রজন্মের' পদক্ষেপ, যা দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা খরচ কমিয়ে ''সুস্থ ও ফিট ভারত''-এর দিকে এগিয়ে যাবে।
জিএসটি কাউন্সিল, যার সভাপতিত্ব করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, বুধবার বৈঠকে চারটি স্ল্যাব কমিয়ে দু'টিতে নামিয়ে আনে।১২ শতাংশ এবং ২৮ শতাংশ হার বাতিল করে ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ হার বজায় রাখা হয়েছে।
এই সংস্কারের ফলে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পণ্য ও কিছু চিকিৎসা সরঞ্জামের উপর জিএসটি হ্রাস পেয়ে ১২ু/১৮ু থেকে ৫ু বা শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।
নাড্ডার কথায়, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দূরদর্শী নেতৃত্বে ঐতিহাসিক জিএসটি সংস্কার, সর্বজনীন সুলভ স্বাস্থ্যসেবার পথে এক বিশাল পদক্ষেপ।"
এক্স (সাবেক টুইটার)-এ দেওয়া এক পোস্টে মন্ত্রী বলেন, "অত্যাবশ্যক ওষুধ ও যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি এখন ৫ু বা শূন্য। স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার উপর জিএসটি সম্পূর্ণ মাফ। সস্তা হয়েছে চশমা ও ডায়াবেটিক খাদ্য। এটা সত্যিকারের পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সুস্থ ভারতের জন্য।"
তিনি আরও জানান, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ডায়াগনস্টিকের উপর কর হ্রাস করা হয়েছে।
জিম ও ওয়েলনেস পরিষেবাও সস্তা হয়েছে। "প্রিভেন্টিভ হেলথ এখন অগ্রাধিকার পাচ্ছে ফিট ও হেলদি ভারত গড়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ," বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
জীবন রক্ষাকারী ওষুধে শূন্য শতাংশ জিএসটি, বিশেষ করে ক্যান্সার ও বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধে কর মকুব, সরকার যে গরিব ও মধ্যবিত্তের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সংস্কার সেই প্রতিশ্রুতি পুনরায় প্রমাণ করে, বলে মন্তব্য করেন তিনি।
মন্ত্রী আরও বলেন, "এই সংস্কারে একদিকে যেমন পরিবারের খরচের ভার হালকা হবে, তেমনই বিভিন্ন খাতে স্বস্তি আসবে। একইসঙ্গে দেশের ছোট ব্যবসারাও লাভবান হবে, কারণ এটা ব্যবসার সহজতার দিকেও বড় পদক্ষেপ।"
শেষে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ইজ অফ লিভিং' ভাবনা জিএসটি সংস্কারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।"

নতুন প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, বললেন অমিত শাহ — সাধারণ মানুষের জন্য বড় স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জিএসটি সংস্কারে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিদ্যমান চার স্তরের কর কাঠামোকে সরলীকরণ করে কেবলমাত্র দুইটি স্তর ৫ু ও ১৮ু রাখা হয়েছে। এই সংস্কার কার্যকর হবে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে।
এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তিনি বলেন,"প্রধানমন্ত্রী যা প্রতিশ্রুতি দেন, তা পূরণ করেন। জিএসটি হারে কাটছাঁট এবং প্রক্রিয়া সংস্কারের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষ, কৃষক, এমএসএমই, নারী ও যুবকদের জন্য বিশাল স্বস্তি নিয়ে আসবে। এটি জীবনযাত্রার সহজতা নিশ্চিত করবে এবং ছোট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্য 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-এ বড় ধাক্কা দেবে। এই সংস্কার প্রকৃত অর্থেই একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ।"
অমিত শাহ ছাড়াও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, এবং একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এই সংস্কারকে স্বাগত জানিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেও এই সংস্কারকে স্বাধীনতা দিবসে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,"এই জিএসটি সংস্কার সাধারণ মানুষ, কৃষক, মধ্যবিত্ত, এমএসএমই, নারী ও যুবকদের জীবনকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করবে। একই সঙ্গে এটি ব্যবসা সহজতর করে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করবে।"
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানান, জিএসটি কাউন্সিল সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সংস্কার শুধু হারের কমানো নয়, বরং এটি একটি "গঠনমূলক ও কাঠামোগত" সংস্কার।
তিনি বলেন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সহ বহু ক্ষেত্রেই কর হার হ্রাস করা হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পণ্যে সম্পূর্ণ করছাড় দেওয়া হয়েছে। এই সংস্কারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভ্লাদিমির পুতিন: 'সহযোগী দেশের মধ্যে সঠিক ভাষা ব্যবহার করা উচিত, বিশ্বে একাধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে'

বেইজিং, ৪ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনে চারদিনের সফরের সময় এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়ে বলেন, বিশ্বে এখন একাধিক শক্তিশালী অর্থনীতি উঠে এসেছে এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আইন রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে, তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় 'সঠিক ভাষা ব্যবহারের' আহ্বান জানান।
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে পুতিন বলেন, "ভারতের মতো দেশে ১.৫ বিলিয়ন মানুষ রয়েছে, চীনও একটি শক্তিশালী অর্থনীতি। তবে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও আইন রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "যখন কেউ বলে যে তারা আপনাকে 'শাস্তি' দেবে, তখন ভাবতে হবে — এই সমস্ত বড় দেশের নেতৃত্ব যারা ঔপনিবেশিক শোষণ ও সার্বভৌমত্বে আঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে, তারা যদি দুর্বলতা দেখায়, তবে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে।"
পুতিন বলেন, "যেমনটা ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হয়েছে, তেমনি আজকের যুগে আর সেই ভাষায় কথা বলা যাবে না। অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাবেই কথা বলা উচিত।"
তিনি 'এককেন্দ্রিক বিশ্বের' বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বলেন, এখন সময় এসেছে 'বহু মেরুকেন্দ্রিক' একটি বিশ্ব গঠনের, যেখানে কোনও 'হেজেমন' থাকবে না এবং প্রতিটি দেশ সমান অধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অংশ নেবে।
বিআরআইসএস ও সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন -এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "এই সংস্থাগুলোতে কেউই আধিপত্যের কথা বলেন না। এখানে সবাই সমান। এমনকি চীন, ভারত, এমনকি আমাদের দেশও এখন বিশ্বের শীর্ষ চারটি অর্থনীতির একটি।"
পুতিনের এই বক্তব্যকে অনেকেই পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ও মার্কিন ট্যারিফ নীতির প্রতি পরোক্ষ জবাব হিসেবে দেখছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "অর্থনৈতিক শক্তি থাকলেই কেউ নিরাপত্তা বা রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করবে — এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়।"
উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের রপ্তানির উপর ২৫ শতাংশ ট্যারিফ আরোপ করেন এবং রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল আমদানির কারণে আরও ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস, গুজরাটে রেড অ্যালার্ট জারি করল আইএমডি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর গুজরাটের জন্য আগামী তিন দিন এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের জন্য আগামীকাল পর্যন্ত "রেড অ্যালার্ট" জারি করেছে, কারণ এই এলাকাগুলিতে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও বিদর্ভ, ছত্তিশগড় ও ওড়িশার কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। পূর্ব রাজস্থান, কনকন ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশে "অরেঞ্জ অ্যালার্ট" জারি করা হয়েছে, যেখানে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আইএমডি। দিল্লি এবং এনসিআর অঞ্চলে গত রাত থেকে হালকা বজ্রসহ বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে এবং বৃহস্পতিবারেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। টানা বৃষ্টির ফলে যমুনা নদীর জলস্তর ২০৭ মিটার অতিক্রম করেছে, যা ১৯৬৩ সালের পর পঞ্চমবার। এর জেরে রাজধানীর অন্যতম প্রাচীন শ্মশানঘাট নিগমবোধ ঘাটে জল ঢুকে পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে পড়েছে। দিল্লি, নয়ডা ও গাজিয়াবাদে "ইয়েলো অ্যালার্ট" এবং গুরগাঁওয়ে "অরেঞ্জ অ্যালার্ট" জারি হয়েছে।
এদিকে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিপ্রেশনে পরিণত হতে পারে। এর প্রভাবে দক্ষিণ ছত্তিশগড়, দক্ষিণ ওড়িশা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। কনকন, গোয়া, মহারাষ্ট্রের ঘাট অঞ্চল এবং উপকূলীয় কর্ণাটকে আগামী কয়েকদিন অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যেকোনো অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ পরিকল্পনা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
উত্তর ভারতের হিমালয় অঞ্চল, বিশেষত হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে আগামী কয়েকদিন প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। এই দুই রাজ্যের জন্যও "রেড অ্যালার্ট" জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর সতর্ক করেছে যে এই বৃষ্টিপাতে ভূমিধস, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং যাতায়াত ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরেও আবহাওয়া অনুকূল নয়। এখানকার অনেক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝেলম, তাওয়ী সহ অন্যান্য নদনদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে বন্যা বা জলাবদ্ধতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। হিল রুটে যাতায়াত করা মানুষদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।
তেলেঙ্গানা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অংশবিশেষত কনকন ও গোয়ায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

লক্ষ্য শান্তিপূর্ণভাবে

● প্রথম পাতার পর
রাস্তার সীমানা অতিক্রম করে আলোকসজ্জা না করা হয়। অন্যথায় যানবাহন চলাচলে চরম বিঘ্ন ঘটবে। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, প্রয়োজনে পূজা আয়োজন বন্ধ করে দেওয়া হবে বলেও সতর্কবার্তা দেন তিনি।
জেলাশাসক আরও জানান, প্যান্ডেলের উচ্চতা সর্বোচ্চ ৪০ ফুট, দেবীমূর্তি সর্বোচ্চ ২০ ফুট এবং আলোকসজ্জার গেট সর্বোচ্চ ২০ ফুট রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় পূজা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এছাড়া প্রত্যেকটি ক্লাবে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে ক্লাবগুলোকে। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অঘটন না ঘটে এবং উৎসব আনন্দমুখরভাবে পালিত হয়, সে বিষয়ে ক্লাব উদ্যোক্তাদের সচেতন করেছেন জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার।

জিএসটি কাঠামো পরিবর্তনের

● প্রথম পাতার পর
মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে

● প্রথম পাতার পর
বাড়িতে। এই ঘটনায় পশ্চিম ফুলছড়ি এলাকায় গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।
ঘটনার পর কমলপুর থানায় খবর দিলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম ফুলছড়ি এলাকার বাসিন্দা অরুণ দেবের বাড়িতে ভাড়াটিয়া সুব্রত দাস অটো চালিয়ে সংসার চালান। গত মঙ্গলবার পশ্চিম ফুলছড়ি এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতকারীদের সাথে সামান্য বিষয় নিয়ে বচসা বাধে। একটা সময় অটো চালক সুব্রত দাস অটো নিয়ে ভাড়া বাড়িতে চলে আসে। বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ হঠাৎ দুষ্কৃতকারীরা অরুন দেবের বাড়িতে এসে বাড়ির গেটে ভেঙ্গে প্রবেশ করে বাড়ি ঘরে হামলা চালিয়ে সুব্রত দাসের অটো ও বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে। শব্দ শুনে বাড়ির লোকজন ঘর থেকে বের হলে দুষ্কৃতকারীরা অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া করে তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। অটো চালক সুব্রত দাসের স্ত্রী দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে ৪ জনকে চিনতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করবেন বলে জানান।

বিএমএসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে

● প্রথম পাতার পর
মজুমদারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই আধিপত্য বিস্তার নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছালে আজ সকালে অটো শ্রমিকরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামে। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ দুপুর গড়িয়ে গেলেও চলতে থাকে। অবরোধে কার্যত অচল হয়ে যায় দুর্লভ নারায়ণ বাজার। অফিসযাত্রী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া রোগীসবাইকে ভোগান্তি পোহাতে হয়। বাজারের ব্যবসাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
অটো শ্রমিকদের অভিযোগ, দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে তারা নিত্যদিন সমস্যায় পড়ছেন। একপক্ষের নির্দেশ মানলে অন্যপক্ষ বাধা দেয়। ফলে তাদের জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের দাবি, রাজনৈতিক লড়াইয়ের খেসারত কেন তাদের দিতে হবে?
অপরদিকে, প্রশাসন ও পুলিশের তরফে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ প্রত্যাহারের চেষ্টা করা হয়।
রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সংগঠনকে যেমন দুর্বল করছে, তেমনি সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন

● প্রথম পাতার পর
তিনি কি কি করেছেন এবং জীবনে মানুষের জন্য কি কি করেছেন সেসব বিষয় তুলে ধরা হবে। বাল্যকাল থেকে শুরু করে যৌবন সহ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে দেশের জন্য তিনি কি করেছেন সেসব বিষয়ে গুরুত্ব রাখা হবে। তিনি যেভাবে দেশের জন্য কাজ করছেন এবং রাজ্যের জন্য করেছেন এসব বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম রাখা হবে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর আমাদের আরো একটি কার্যক্রম রয়েছে। সেদিন পণ্ডিত দীন দয়ালের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা রাখা হবে। এছাড়াও ২রা অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা হবে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে শহর ও রাজ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করা হবে। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর জীবনী নিয়ে মেলা, প্রদর্শনী সহ অন্যান্য কার্যক্রম রাখা হবে।
এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আসাম ও ত্রিপুরার (সংগঠন) সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র রাজু, সাংসদ ড. নরেশ বনসাল, ত্রিপুরা প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, ভগবান দাস সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।
এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে সারা রাজ্যে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত সেবা পাক্ষিক' কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ তার প্রস্তুতি স্বরূপ প্রদেশ কার্যালয়ে সকল প্রদেশ নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত 'সেবা পাক্ষিক প্রদেশ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি এমনটাই জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।
সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার নির্দেশে দেশের প্রতিটি প্রান্তে পালিত হবে 'সেবা পাক্ষিক' কর্মসূচি। এই কর্মসূচি আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যসহ সমগ্র দেশে পালিত হবে, যেখানে নানা সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের সেবা নিশ্চিত করা হবে।
এদিন তিনি আরও বলেন, সেবা পাক্ষিক কর্মসূচি গ্রহণ করে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, রক্ত দান শিবির, বৃক্ষরোপণ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। যারা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

সমগ্র শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের

● প্রথম পাতার পর
কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ বঞ্চনার পর ৮ আগস্ট ২০১৫ ইংরেজি তারা ন্যায়সম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠাতা জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়। সেই মামলা ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ সালে শিক্ষকদের পক্ষে আসলে সরকার এখানে একটা স্কিম তৈরি করে এবং সেখানে টেট বাধ্যতামূলক করা হয়।
পরবর্তী সময়ে এ স্কিম এর বিরুদ্ধে পুনরায় হাইকোর্টে আপিল করলে আদালত ১৬ ই জুলাই ২০২৪ তারিখে সরকারকে নির্দেশ করে যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে স্কিম সংশোধন করতে হবে। ২৯ শে জুলাই ২০১১ সালের মধ্যে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রেগুলার এর জন্য টেট বাধ্যতামূলক করা যাবে না। মহারাষ্ট্র সহ দেশের কয়েকটি রাজ্যে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। সেই মামলার রায় গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে বের হয়। সেই রায়ে বলা হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ চালুর পূর্বে যেসব শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োজিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে টেট লাগবে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে

● প্রথম পাতার পর
যথাযথ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। সেইসঙ্গে নিশ্চিত করা হবে, যাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে পৌঁছাতে পারে।
প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে ও পুনর্বাসনের কাজে গতি আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যবাসীর জন্য একটি স্বস্তিদায়ক বার্তা বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের

● প্রথম পাতার পর
কোয়ার্টার দিচ্ছে, রাজনৈতিক পদ দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর করমর্দন করছে। অথচ তাদের স্বার্থে বামেরা এ ডি সি গঠন করেছে, উপজাতি উন্নয়ন দফতর খোলা হয়েছে,দেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা অনুদান হিসেবে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এ ডি সি র বাজেট বহির্ভূত হাজার হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে। সংরক্ষণের ও ব্যাকলগের সুবিধা নিয়ে বরং বর্তমানে বাঙালী ছেলেমেয়েদের চাইতে চাকরি এরা বেশি পাচ্ছে। এত কিছু দেওয়ার পর ও তারা বার বার বলছে তারা কিছুই পায়নি বলে অভিযোগ করছে। শুধু তাই নয় ত্রিপুরার ৭০ শতাংশ ভূমি যেহেতু কমিউনিস্টরা বাঙালী কে মশা বানিয়ে মশার হাত থেকে উপজাতিদের রক্ষা কবচ হিসেবে এ ডি সি দিয়ে গেছেন যেখানে বাঙালীদের ভূমির অধিকার নেই।আজ এডিসির প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালীরা নৃপেন চক্রবর্তীর কথায় অনুপ্রেরণায় যে আমি যদি উপজাতির ঘরে জন্ম নিতাম আমি ও উগ্রপন্থী হতাম।তাই শান্তিময় ত্রিপুরার বুকে বামেরা ক্ষমতা দখলের দুই বছরের মাথায় শুরু হয় বাঙালী গণহত্যা।
পরবর্তী সময়ে মাণিক সরকারের আমলে আবার শুরু হয় গণহত্যার পাশাপাশি অপহরণ বাণিজ্য। পার্টির দালালদের মাধ্যমে উগ্রপন্থীরা কোটি কোটি টাকা আদায় করে নিয়েছে।যার পরিণতিতে বাঙালীদের পরিশ্রমে গড়ে উঠা জম্পউইজলা বাজার,গাবরদী বাজারের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজারের দোকানদার ও বাঙালীরা নিজের জীবন বাঁচাতে শহরাঞ্চলে চলে আসে।আর এই বাঙালী খুনীদের বাম আমলে যেমন আত্মসমর্পণের নাটক করে যেমন সকল সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছে। তেমনি মান্দাই গণহত্যার নায়ক বিজয় রাঙ্খলের সঙ্গে চুক্তি করে কংগ্রেস নেতারা কুর্সীতে বসার জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়ে ও তিনটি জেনারেল সিঁটকে এস টি রিজার্ভ করে দেয়।আর বর্তমান সরকারের আমলে দেখছি যে রনজিৎ দেব্বর্মার নাম শুনলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালীদের ভয়ে প্রস্রাব পায়খানা ধরে যেত তিনি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করে।এই যখন অবস্থা তখন উগ্রপন্থী সাজিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করতে এই নাটক চলতেই থাকবে।কারণ এই দেশে স্বাধীনতার জন্য যে জাতি বেশি আত্মবলিদান দিয়েছে সেই জাতির লোকেরা যাতে মাথা উঁচু করে শান্তিতে না থাকতে পারে সেই চক্রান্ত দীর্ঘ দিনের।তাই দেখা যাচ্ছে আশি সালের গণহত্যার বলি হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে ত্রিপুরা সরকারের বনাঞ্চলে দীর্ঘ দশক ধরে বাস করছে বর্তমানে এডিসি প্রশাসন এই সকল ভূমি জনজাতি মানুষদের পাট্টা দিয়ে প্রশাসনের সহায়তায় জোর করে বাঙালী পরিবার গুলোকে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে সরকারের নীরবতায়।
ধলাই জেলার ডুলুবাড়িতে বসবাস রত কতগুলো বাঙালী পরিবার কে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও সঠিক বিচার পাচ্ছে না। শুধু এখানেই নয় বর্তমান সময়ে প্রশস্ত সড়ক করার জন্য অনেকের জমি পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এ ডিসি এলাকায় যে সমস্ত জমিতে দীর্ঘ দশক ধরে বাঙালীরা কৃষি কাজ করে আসছে সে সমস্ত জমি রাস্তা প্রশস্ত করার কারণে সরকার অধিগ্রহণ করলে যেহেতু এডিসি এলাকার জমির মালিক জনজাতিরা তাই ঐ সমস্ত জমির বরাদ্দকৃত টাকা হাতিয়ে নিতে চাইছে।সব গুলো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার জন্য ও ধরে রাখার জন্য মাত্রাতিরিক্ত উপজাতি তোষণ নীতির কারণে তারা একদিকে যেমন সরকারি জমি দখল করে নিচ্ছে তেমনি কোটি কোটি টাকা আত্মসমর্পণের নাটক করে বাগিয়ে নিচ্ছে। সরকারের প্রশাসন তাদের কাছে নতজানু সব আমলেই।তাই ত্রিপুরার বুকে দীর্ঘ দশক ধরে উগ্রপন্থী তৎপরতা চললেও উগ্রপন্থী ধরা পড়েনি।আর এই সকল উগ্রপন্থীদের আক্রমণের শিকার হয়ে যে সকল পরিবারের লোকেরা কেউ বাবা হারিয়েছে, কেউ মা হারিয়েছে,কেউ আদরের সন্তান হারিয়েছে কেউ নিজের চোখের সামনে নিজের মা কে বোনকে ধর্ষণ করতে দেখেছে। সেই সকল পরিবারের লোকেরা একরাশ ব্যাথা নিয়ে নিঃস্ব হয়ে সরকারী সাহায্য না পেয়ে শহরাঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে নূতন করে বাঁচার আশায় মহিলারা বাড়ি ঘরের কাজ করছে আর পুরুষ লোকেরা ডেইলি লেবারী বা ফুটপাতে দোকান দারী করছে।আর তাদের খুনীরা সরকারের কোটি কোটি টাকা পেয়ে শহরাঞ্চলে জমি কিনে তাদের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমরা বাঙালী দল মনে করে এই ভাবে প্রশাসনের নীরবতায় শুধু ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে জাতি উপজাতির মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলা হচ্ছে তাতে সঠিক শান্তি আসবে না। আমরা বাঙালী দল মনে করে প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচার জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা ও চিকিৎসার গ্যারান্টি প্রয়োজন। তাই এই ভাবে এক শ্রেণীর মানুষ যাদের নিজস্ব জমি আছে বাড়িঘর আছে তারা প্রশাসনের দুর্বলতা কে কাজে লাগিয়ে উগ্রপন্থী খাতায় নাম লিখিয়ে সরকারি জমি আত্মসাৎ করে নেবে তা মেনে নেওয়া যায় না।
বরং যে সকল পরিবারের জমি নেই জাতি উপজাতির মধ্যে তাদের কে বাঁচার জন্য সরকারি জমি দিলে তারা বাঁচার জন্য কৃষি কাজ করবে এতে তারা যেমন উপকৃত হবে তেমনি তারা স্বচ্ছল হলে রাজ্যবাসী উপকৃত হবে। তাই আমরা বাঙালী দল মনে করে এই ভাবে অর্থ না দিয়ে ব্লক ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুললেই জাতি জনজাতির মধ্যে বিভেদের প্রাচীর দূর হবে।

যমুনা নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপরে, দিল্লিতে বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর: রাজধানী দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর আজও বিপদসীমার ওপরে অবস্থান করছে। গত কয়েক দিনের টানা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে এই জলবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রশাসনের তরফে সতর্কতা অবলম্বন করে নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির পুরনো রেলওয়ে ব্রিজের কাছে যমুনার জলস্তর ছিল ২০৭.৪৮ মিটার। আগের ঘণ্টাগুলিতে এই জলস্তর স্থিতিশীল থাকলেও পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। কাশ্মীর গেট এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দিল্লি সরকার প্রতিনিয়ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।' তবে, বাস্তব চিত্র বলছে, পরিস্থিতি এখনও সঙ্কটজনক। বৃহস্পতিবার, ময়ূর বিহার ফেজ-১-এর কাছের নিম্নাঞ্চলগুলিতে থাকা ত্রাণ শিবিরগুলি পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

দিল্লির সিভিল লাইন্স এলাকায় বেলা রোড সংলগ্ন অঞ্চলে গাড়ি ও বাড়িগুলি জলে ডুবে গিয়েছে। আলিপুর এলাকায় একটি রাস্তার অংশ ধসে পড়েছে। লোহা পুল এলাকায় তোলা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, যমুনার জল উপচে পড়ে আশপাশের এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে।

এনডিআরএফ জানিয়েছে, যমুনা বাজার, নাজাফগড় ও জইতপুর এলাকায় উদ্ধার ও স্থানান্তর অভিযান চালানো হয়েছে। মোট ৬২৬ জন মানুষ ও ১৩টি গবাদি পশুকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যমুনা খাদের তৃতীয় পুস্তা, উসমানপুর গ্রামে প্রায় ১১ ঘণ্টা ধরে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে তিনজন মানুষ, ছয়টি কুকুর ও একটি বাছুরকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন দিল্লি ও এনসিআর জুড়ে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। বৃহস্পতিবারের জন্য 'বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত' এর পূর্বাভাস রয়েছে।

হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর সহ বিভিন্ন রাজ্যে রেড ও অরেঞ্জ সতর্কতা জারি হয়েছে। হরিয়ানার পানিপথ, সোনিপত, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ, পালওয়াল ও মেওয়াটে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ মিমি-র বেশি বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, প্রতিবেশী রাজ্য পাঞ্জাবে বন্যা পরিস্থিতি চরমে পৌঁছেছে। বুধবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭। রাজ্যের ২৩টি জেলার ১.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। রূপনগর ও পাতিয়ালায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত স্কুল-কলেজ ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ৭১ কোটি জরুরি ত্রাণ ঘোষণা করেছেন এবং জনসাধারণকে 'মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল'-এ অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

যমুনা নদীর জলস্তর নিয়ে দিল্লির পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ জারি থাকলেও, প্রবল বর্ষণের কারণে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে না। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আমপুরা বাজার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ আমপুরা বাজার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এই বিদ্যালয়ের জনজাতি ছাত্রীনিবাসটি পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তিনি ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি বলেন, পড়াশোনার সাথে সাথে সঠিক খাওয়া দাওয়া এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিকাঠামো, পঠনপাঠনের ব্যবস্থা এবং সমস্যাগুলির বিষয়ে অবগত হন। ছাত্রীনিবাস পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, বর্তমানে এই হোস্টেলের আসন সংখ্যা ২০টি। এই ছাত্রীনিবাসটিকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। হোস্টেল পরিদর্শনের সময় এই ছাত্রীনিবাসের চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের গর্বের গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। লিচুবাগানস্থিত গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট আন্ডে ক্রাফট এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আগরতলা সুসজ্জিত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনের এই রেলিতে উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী সহ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। এছাড়াও কলেজের প্রাক্তন থেকে বর্তমান ছাত্র ছাত্রীরা এদিনের এই রেলিতে অংশগ্রহণ করেন।

আসন্ন শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে বস্ত্র বিতরণ করলেন এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : হাতে গোনা আর কয়েকদিন পর বাঙ্গালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব।দুর্গা পূজার আনন্দে সকলে মেতে উঠতে চায়। কিন্তু সকলের পক্ষে নতুন বস্ত্র পরিধান করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠে না আর্থিক কারণে। তাই এম ডি সি বিদ্যুৎ দেববর্মা এগিয়ে আসে দুঃস্থদের মধ্যে। আসন্ন দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে ত্রিপুরা উপজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যুৎ দেববর্মা দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আসন্ন শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে খোয়াই মহকুমার আশারামবাড়ি বিধানসভার পূর্ববেহালা বাড়ি এলাকার গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন বিদ্যুৎ দেববর্মা নিজ হাতে জাতি, উপজাতি এলাকার সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। এদিন প্রায় দুইশতাধিক গরিব দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র তুলে দেন। এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মহিলারা। এ বিষয়টি নিয়ে বেশ সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

আগরতলায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হলো 'হিন্দি পাক্ষিক

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য ক্যাম্পাসে আজ থেকে শুরু হলো 'হিন্দি পাক্ষিক'। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় বিধি বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলার উপাচার্য প্রফেসর যোগেশ প্রতাপ সিংহ। তিনি ভারতীয় জ্ঞানপদ্ধতি, সংবিধান এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এ ভাষা প্রসঙ্গের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, দেশের মূলভূখণ্ডে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে হিন্দি জাতীয় ঐক্যকে মজবুত করে চলেছে। হিন্দির প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি একটি হিন্দি কবিতাও আবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একলব্য ক্যাম্পাসের নির্দেশক প্রফেসর মখলেশ কুমার। তিনি হিন্দি ভাষার ঐতিহাসিক যাত্রাপথ ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এর গৌরবময় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'দৈনন্দিন জীবনে হিন্দির ব্যবহার বাড়াতে হবে। ভাষাগত পরাধীনতা থেকে বেরিয়ে এসে আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য হিন্দির চর্চা অপরিহার্য।"

কার্যক্রমের সমন্বয়ক ছিলেন সাহিত্য বিদ্যাশাখার সহকারী অধ্যাপক ড. স্বর্গ কুমার মিশ্র। সংযোজিকা ছিলেন হিন্দি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সোনমিত লেপচা। পাক্ষিক উপলক্ষে আগামী দিনগুলিতে নানা প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অধ্যাপক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মসূচিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

বিশেষ ড্রোনের সাহায্যে রাজ্যের সমস্ত জেলার রোগাক্রান্ত রাবার গাছে ঔষধ স্প্রে শুরু করল ত্রিপুরা রাবার বোর্ড

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাবার চাষীদের মুখে হাসি ফোটাতে শুরু করল ত্রিপুরা রাবার বোর্ড। জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ফাঙ্গাসজনিত কারণে রাবার গাছ রোগাক্রান্ত হয়ে গাছের পাতা অকালে ঝরে পড়ছে, যার ফলে রাবার চাষীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

রাবার গাছে এই ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রাবার রস সংগ্রহ করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল চাষীরা, পাশাপাশি অনেক রাবার গাছ মারাও গেছে। এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি রাবার চাষী এবং রাবার সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয় রাবার বোর্ডে। পরে রাবার বোর্ডের পক্ষ থেকে রাবার বাগান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে দেখা যায়, অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে রাবার গাছের পাতায় ফাঙ্গাস আক্রান্ত হয়ে একটি নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে যার ফলে রাবার গাছের পাতা অকালে ঝরে পড়ছে।

পরে রাবার বোর্ডের তরফ থেকে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে রাবার বোর্ডের তরফ থেকে তামিলনাড়ু থেকে প্রতিষেধক ঔষধ সহ ঔষধ স্প্রে করার বিশেষ ড্রোন এবং ড্রোন পরিচালককে টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয়।

পরে এই প্রতিষেধক ঔষধ এবং ড্রোন পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর পর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ বিশালগড় মহকুমার পূর্ব চাম্পামুড়া আরপিএস সংলগ্ন আক্রান্ত রাবার গাছে সরকারিভাবে রাবার বোর্ডের তরফ থেকে বিশেষ ড্রোনের মাধ্যমে প্রতিষেধক ঔষধ স্প্রে করার কাজ শুরু করে। তবে ত্রিপুরায় এই প্রথম ড্রোনের সাহায্যে গাছে প্রতিষেধক ঔষধ স্প্রে করার কাজ শুরু করল ত্রিপুরা রাবার বোর্ড।

আজ থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই বিশেষ ড্রোনের সাহায্যে আক্রান্ত রাজ্যের সমস্ত জেলার রাবার গাছে ঔষধ স্প্রে করা হবে আর এতেই আক্রান্ত রাবার গাছগুলি এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তড়িঘড়ি ত্রিপুরা রাবার বোর্ডের এই বিশেষ উদ্যোগের ফলে আতঙ্কিত রাবার চাষীদের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করেছে।

বিদেশের মাটিতে ছেলের মৃত্যু, দেহ ফেরাতে আর্থিক টানাপোড়েন! চড়িলাম চেছুড়িমাইয়ে শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: বিদেশের মাটিতে মৃত্যু হল চড়িলাম চেছুড়িমাই এলাকার যুবক সালমান খানের। মালয়েশিয়ায় কর্মসূত্রে থাকা সালমানের অকালমৃত্যুর খবরে গ্রামে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। বৃহস্পতিবার সকালেই গর্ভধারিণী মা জাহানারা বেগম এবং পিতা ইয়াকুব আলীর বুকফাটা আর্তনাদে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাত বছর আগে রোজগারের তাগিদে মালয়েশিয়া পাড়ি দিয়েছিলেন সালমান। সেখানেই কাজ করছিলেন তিনি। হঠাৎ গত বুধবার বিকেল তিনটার দিকে পরিবারের কাছে খবর আসেসালমানের মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে মালয়েশিয়ার এক মহিলা ফোনে খবর দেন, তবে ভাষা সমস্যার কারণে পরিবার কিছুই বুঝতে পারেনি। পরে এক বাংলাদেশির মাধ্যমে খবরটি নিশ্চিত হয়।

আজ সকালে সালমানের কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষের তরফে তার পিতাকে জানানো হয়েছে, দেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হবে। কিন্তু দরিদ্র ইয়াকুব আলীর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই শোকে ভেঙে পড়া পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছে, সরকারি উদ্যোগে ছেলের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হোক, যাতে নিজের মাটিতেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করা যায়।

গ্রামের প্রতিবেশীরাও প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, অসহায় পরিবারকে যেন দ্রুত সাহায্য করা হয়। সালমানের মৃত্যুতে চড়িলাম চেছুড়িমাই গ্রামে শোকস্তব্ধ পরিবেশ বিরাজ করছে।

পশ্চিম জেলার ৩টি মহকুমা, ৮টি ব্লক, ৪৭টি ভিলেজে বসবাসরত জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা হবে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: আদি কর্মযোগী অভিযান ২০২৫ কর্মসূচি আজ থেকে পশ্চিম জেলায় শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। এই প্রকল্পে পশ্চিম জেলার ৩টি মহকুমা, ৮টি ব্লক, ৩৫টি রেভিনিউ ভিলেজের ৪৭টি ভিলেজ কমিটিতে বসবাসরত জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করা হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়তে পশ্চিম জেলার ঐ ৪৭টি ভিলেজ এলাকায় নানা পরিষেবা প্রদানে যে গ্যাপ রয়েছে তা পূরণ করা হবে। এতে জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত, পানীয়জল, পূর্ত, প্রাণীসম্পদ বিকাশ প্রভৃতি দপ্তর কাজ করবে। ইতিমধ্যে ধরতী আবা জনজাতীয় উন্নত গ্রাম যোজনায় প্রতিটি ভিলেজ কমিটিতে স্যাচুরেশন ক্যাম্প করে জনজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন শংসাপত্র সহ নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তথাপি এলাকায় যেসব পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে তা আদি কর্মযোগী অভিযানে পূরণ করা হবে। এলক্ষ্যে আগামী ২০৩০ সালকে ভিশন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান।

তিনি বলেন, এ লক্ষ্য পূরণে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ১৪০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরও ফান্ড চাওয়া হবে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত "সেবা পর্বে" জনজাতি কল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এছাড়া এই কর্মসূচি নিয়ে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে জেলা মাষ্টার ট্রেনারদের, ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর এই হলে জেলা মাষ্টার ট্রেনার ও ব্লক মাষ্টার ট্রেনার, ৭-১০ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ব্লক কনফারেন্স হলে ব্লক মাষ্টার ট্রেনারদের, ১৩-২৪ অক্টোবর ভিলেজ কমিটি অফিসগুলিতে ভিলেজ মাষ্টার ট্রেনারদের এবং ২৭-৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি/ ব্লক অফিসে ভিলেজ মাষ্টার ট্রেনার/ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত। স্বসহায়ক দলের সদস্য-সদস্যাদের ওরিয়েন্টেশন ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই মাষ্টার ট্রেনারগণ ভিলেজ অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করবেন। এই কর্মসূচিতে জনজাতি এলাকায় যেসকল পরিষেবায় গ্যাপ রয়েছে তা পূরণ করতে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। অর্থাৎ স্পেশাল প্রভিশন নেওয়া হয়েছে। যাতে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলা যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দেব এবং জেলা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক উত্তম ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে দু"দিন ব্যাপী মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবির সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে চক্ষু চিকিৎসায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ চোখের নানা রোগ সনাক্তকরণে নিয়মিতভাবে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরগুলোতে পরিষেবা প্রদান করে চলেছেন।

তেমনি ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে গতকাল এবং আজ দু"দিন ব্যাপী মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। জেলা অন্ধত্ব নিবারণী সমিতি ও লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে দৃষ্টিহীনতা প্রতিরোধ এবং চোখের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেছেন। বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকদের নেতৃত্বে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থিত রোগীদের চোখের নানা ধরনের পরীক্ষা করা হয়। এদিন যাদের চোখে ছানি চিহ্নিত হয়েছে তাদের বিনামূল্যে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তাতে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ ৩ সেপ্টেম্বর মোট ৯৫ জনের এবং আজ মোট ৫০ জনের সফলভাবে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেন। এছাড়াও উক্ত শিবিরে চক্ষু চিকিৎসকগণ চোখের পরীক্ষায় যাদের সমস্যা ছিল তাদেরকে চোখের ড্রপ ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়।

উক্ত শিবির পরিচালনা করেন বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সত্যজিৎ পাল, ডাঃ দেবল কিশোর পাল, ডাঃ অমিত সেন, ডাঃ দীপঙ্কর ভৌমিক, পোস্ট গ্রেজুয়েট ট্রেনি চিকিৎসক ডাঃ অনির্বাণ দত্ত প্রমুখ। উক্ত শিবিরকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে অপ্টোমেট্রিস্ট, নার্সিং অফিসার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই মেগা চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণ চক্ষু পরীক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি চোখের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। জেলা অন্ধত্ব নিবারণী সমিতি ও লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সংগঠিত এই ধরনের মেগা চক্ষু শিবিরে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকগণের উপস্থিতিতে চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে চক্ষু রোগীরা উপকৃত হয়েছেন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ঝুঁকিপূর্ণ মায়ের প্রাণরক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলার পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন আন্দারছড়া গ্রামের ১৮ বছর বয়সী অন্তঃসত্ত্বা মহিলার জীবন বাঁচিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। গত ২৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে রাত ১০টায় প্রচণ্ড প্রসব বেদনা নিয়ে ওই মহিলাকে পেঁচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন যে, গর্ভস্থ শিশুর একটি হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চিকিৎসকদের ভাষায় এটি "অবস্ট্রাক্টেড লেবার" বা বাধাপ্রাপ্ত প্রসব নামে পরিচিত, যেখানে মা ও শিশু উভয়ের জীবনই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

শিশুর পায়ু ছিদ্রে আটকে থাকা সূঁচ অস্ত্রোপ্রচারে বার করল জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবার লাভে সুস্থ হল ছয় (৬) বছরের জর্ডন জমাতিয়া। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রচেষ্টায় জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শিশুটির কোমর থেকে একটি কাপড় সেলাই করার সূচ বার করে জীবন বাঁচালেন। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া হদ্রাই অঞ্চলের আকাশ জমাতিয়ার ছয় (৬) বছর বয়সী পুত্র প্রচন্ড কোমরের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল। গত ২৯ আগস্ট ২০২৫ শিশুটির পরিবার-পরিজনেরা শিশুটিকে নিয়ে প্রথমে জি.বি.পি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসক শিশুটির সমস্যার কথা শুনে তাকে ভর্তি করেন।

এরপর চিকিৎসক শিশুটিকে হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি ওয়ার্ডে শিফট করে। এই ওয়ার্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তখন শিশুটিকে প্রাথমিকভাবে কোমরে একটি এক্সরে করান, আর এই এক্সরে রিপোর্টেই চিকিৎসকগণ দেখতে পান যে একটি কাপড় সেলাই করার সূঁচ শিশুটির পায়ু ছিদ্র স্থানে আটকে আছে। কিন্তু কাপড় সেলাই করার সূঁচ কিভাবে শিশুটির এই রকম একটি স্পর্শকাতর স্থানে বিদ্ধ হল তা কোন ভাবেই শিশুটির পিতা-মাতা জানেন না বলে জানান, তারা প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তবে তারা জানান যে শিশুটি অনেকদিন যাবৎ প্রচন্ড কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছিল। আর এজন্যই শিশুটির পিতা-মাতা শুধুমাত্র কোষ্ঠকাঠিন্যে ও কোমরের ব্যথার সমস্যার জন্যই জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। পরবর্ত্তী সময় শিশুটিকে তার পিতা-মাতা এব্যাপরে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় যে বিগত ১৫-১৬ দিন আগে সে সকলের অগোচরে একটি কাপড় সেলাই করার সূচ দিয়ে তার মলদ্বার থেকে আটকে থাকা মল বের করার চেষ্টা করার সময় এই সূচটি তার পায়ু ছিদ্র স্থানে আটকে যায়। কিন্তু সে ভয়ে কাউকে কিছু জানায় নি। এই অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিশুটির পিতা-মাতাকে জানান যে, শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে দীর্ঘ এই সূঁচটি দ্রুত বার করতে হবে। সার্জারি ওয়ার্ডের বিশেষজ্ঞ সার্জনগণ দেখতে পান যে, ছয় (৬) সেন্টিমিটার দীর্ঘ সূঁচটি শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে প্রায় ছয় থেকে সাত সেন্টিমিটার ভিতরে ঢুকে যায় অর্থাৎ রেকটামের মিডেল পার্টে ঢুকে যায়। চিকিৎসকগণ তখন শিশুটির পার রেক্টাল এক্সাম এর মাধ্যমে শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে দীর্ঘ সূঁচটি বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা বের করে আনা সম্ভব হচ্ছিল না, আর এতে সূঁচটি আরও ভিতরে ঢুকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তাই সার্জারি ওয়ার্ডের চিকিৎসকগণ তখন শিশুটিকে গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শুভদীপ পালের কাছে রেফার করেন। গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ পাল শিশুটির কোলনস্কোপি করে সূঁচটি বার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখা যায় শিশুটির অ্যানাল ক্যানালে অনেক মল জমা হয়ে আছে, যার কারণে কোলনস্কোপি করা সম্ভব হয়নি। তাই তখন শিশুটির অ্যানাল ক্যানালে জমে থাকা মল পরিষ্কার করে পুনরায় সূঁচটি বার করার চেষ্টা করা হয়, তাতেও সূঁচটি বের করা সম্ভব হয়নি। এবার গ্যাস্ট্রোএন্টোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ল্যাপারোটমি প্রক্রিয়ায় সূঁচটি বের করার সিদ্ধান্ত নেন।

তখন সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ শিশুটির অস্ত্রোপচারের জন্য সার্জনদের নিয়ে একটি টিম গঠন করে। এই টিমে ছিলেন সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ নীলোৎপল চাকমা, ডাঃ তাপস পাল, ডাঃ প্রীতম দাস সহ অন্যান্য পোস্ট গ্যাজুয়েট শিক্ষানবিশ সার্জনগণ। তাতে এনেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ অনুপম চক্রবর্তী, ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য, ডাঃ জয়দীপ দেবনাথ। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গত ৩০ আগস্ট ২০২৫ শিশুটির পায়ু ছিদ্র থেকে সফলভাবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সূঁচটি বার করা হয়। এই অস্ত্রোপচারে বিশেষজ্ঞ সার্জনদের সাথে অন্য চার জন ওটি স্টাফ ছিলেন। উক্ত অস্ত্রোপ্রচারে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগে। অস্ত্রোপচারের পর শিশুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকায় তাকে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জনদের সফল অস্ত্রোপচারের ফলে শিশুটি সুস্থ হল। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের উক্ত সুবিধা লাভ করে শিশুটির পিতা-মাতা সব পরিবার-পরিজনেরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ছয় দফা দাবিতে আগরতলায় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: নারীর উপর ক্রমবর্ধমান বর্বরতা, সমাজে মাদকদ্রব্যের বিস্তার ও অশ্লীল প্রচার বন্ধের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলায় পথে নামল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত এই বিক্ষোভ মিছিল কর্ণেল চৌমুহনী থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এসে এক সভার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের ছয় দফা মূল দাবিগুলি হল মহিলাদের উপর সকল প্রকার বর্বরতা বন্ধ করা, মদ ও মাদক দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা, বিজ্ঞাপন ও ইন্টারনেটে অশ্লীল প্রচার বন্ধ করা, ধর্ষণ কাণ্ডে যুক্ত দোষীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা, মহিলাদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলা।

সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব শুক্লা চক্রবর্তী বলেন, দেশজুড়ে শক্তিশালী নারী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই শাসকদের দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য করা সম্ভব হবে। তাই প্রতিটি মহিলাকে এই আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান তারা।

স্কলারশিপ জটিলতায় উত্তপ্ত জনজাতি ছাত্র মহল, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে টিএসএফ-এর বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের জনজাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথে আবারও দেখা দিল স্কলারশিপ জটিলতা। বৃহস্পতিবার রাজধানীর জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সামনে টিএসএফ (ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন) বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সংগঠনের অভিযোগ, বহিরাজ্যে বি.এড. এবং ডি.এল.এড.-এ অধ্যয়নরত বহু ছাত্রছাত্রী এখনো পর্যন্ত স্কলারশিপ পাননি। কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের উপর অনুদান জমা দেওয়ার চাপ সৃষ্টি করছে। এমনকি স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনুদান দ্রুত পরিশোধ না করলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। এতে পড়াশোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ছাত্রছাত্রীরা।

এদিন টিএসএফ প্রতিনিধিরা দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি জানান, টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে প্রায় ৩০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এবছরও এখনো স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত। তবে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি। পাশাপাশি, কোনো কলেজ যদি অনুদান নিয়ে অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করে, তবে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। দপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এবং পড়াশোনার পথে কোনো বাধা আসতে দেওয়া হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

বর্তমান যুব সমাজকে আরও বেশি করে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এবং মনোরঞ্জনের জন্য খেলাধুলা হল অন্যতম ক্ষেত্র। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে, সুন্দর সমাজ গঠনে খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকলে মানসিকভাবেও ভাল থাকা যায়। বর্তমান যুব সমাজকে আরও বেশি করে খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজ আগরতলায় নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইনডোর স্টেডিয়ামে ইউনেক্স সানরাইজ নর্থ ইস্ট জোন ইন্টার স্টেট জোনাল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান শিপের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। ৪ দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্য থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগে ২১৬ জন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছেন। প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রতিযোগিতা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নেবে। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রীড়া প্রতিভার অভাব নেই। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খেলাধুলার উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ক্রীড়া প্রতিভার অভাব নেই। রাজ্যের খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ভাল ফলাফল করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর অনেক উন্নয়ন করেছে। এই কাজ অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৮টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ করা হয়েছে। অত্যাধুনিক সুইমিং পুল তৈরী করা হয়েছে। উমাকান্ত স্টেডিয়ামে সিন্থেটিক টার্ফ বসানো হয়েছে এবং রাতেও ফ্লাড লাইটে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। সারা রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৫০টি ওপেন জিমনাসিয়াম করা হয়েছে। বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট স্পোর্টস হোস্টেল তৈরী করা হবে। এভাবেই সারা রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, জাতীয়স্তরে ব্যাডমিন্টনে রাজ্যের খেলোয়াড়দের সুনাম রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের খেলোয়াড়গণ তাদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখবেন। বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সম্পাদক সুকান্ত ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর রত্না দত্ত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রূপক কুমার সহা, কার্যকরি সভাপতি রতন সাহা, মণিপুর ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা বিধায়ক বিশ্বজিৎ সিং প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পূর্বোত্তর ব্যাডমিন্টন আসর জমজমাট আসাম মিজোরামের প্রাধান্য, ফাইনাল আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনের মধ্য দিয়ে আগরতলায় নর্থ-ইস্ট জুন ইন্টার স্টেট ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ আজ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং এরপর দুটি ইনডোর হলে পাঁচটি পোর্টে একনাগাড়ে প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। বালক বিভাগের দলগত প্রতিযোগিতায় অরুণাচল প্রদেশ ২-০ সেটে মেঘালয়কে, মিজোরাম সিকিমকে, মনিপুর হারিয়েছে নাগাল্যান্ডকে।

একইভাবে আসামের কাছেও পরাজিত হতে হয়েছে আয়োজক ত্রিপুরাকে। অবশেষে সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে মিজোরাম খেলবে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। অপর সেমিফাইনালে মনিপুর ও আসাম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একইভাবে বালিকা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন শিপে সেমিফাইনালের লাইনআপও চূড়ান্ত। প্রথম সেমিফাইনালে আসাম খেলবে মনিপুরের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। লীগ পর্যায়ের খেলায় আসাম ২-০ সেটে সিকিমকে, অরুণাচল প্রদেশ ২-০ সেটে ত্রিপুরাকে, মিজোরাম ২-০ সেটে নাগাল্যান্ডকে এবং মনিপুর ২ ০ সেটে মেঘালয়কে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালের সূচিও তৈরি হয়েছে। প্রথম সেমিফাইনালে অরুণাচল প্রদেশ এবং আসাম এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মনিপুর এবং মিজোরাম পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অরুণাচল প্রদেশ ৩-০ সেটে সিকিম কে, আসাম ৩-০ সেটে মেঘালয় কে, মনিপুর ৩-০ সেটে নাগাল্যান্ড কে এবং মিজোরাম ৩-০ সেটে ত্রিপুরা কে পরাজিত করে শেষ চারে প্রবেশ করেছে। মহিলা বিভাগের সেমিফাইনাল পর্যায়ে আসাম খেলবে মিজোরামের বিরুদ্ধে। অপর সেমিফাইনালে নাগাল্যান্ড মনিপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এক্ষেত্রেও প্রাথমিক পর্যায়ে আসাম ৩-০ সেটে ত্রিপুরাকে, মিজোরাম ৩-২ সেটে অরুণাচল প্রদেশকে, নাগাল্যান্ড ৩-০ সেটে সিকিম কে এবং মনিপুর ৩-০ সেটে মেঘালয়কে পরাজিত করেছে।

উল্লেখ্য, এর আগে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন রত্না দত্ত, ক্রীড়া সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার ও ত্রিপুরা পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি রতন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় দল স্পনসর হারাতেই জার্সির দাম কমল ৮০ শতাংশ! কত টাকায় বিক্রি হচ্ছে কোহলিদের জার্সি

কয়েক দিন পরেই শুরু এশিয়া কাপ। তার আগে ভারতীয় সমর্থকদের জন্য সুখবর। অনেক কম দামে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জার্সি কিনতে পারবেন তাঁরা। 'ড্রিম ১১' আর ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পনসর নেই। তারা সরে দাঁড়াতেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের জার্সির দাম কমে গিয়েছে।ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির নির্মাতা অ্যাডিডাস। তারা জানিয়েছে, 'ড্রিম ১১' লেখা জার্সির দাম ৮০ শতাংশ কমে গিয়েছে। আগে এই জার্সি বিক্রি হত ৫৯৯৯ টাকায়। এখন তা বিক্রি হবে ১১৯৯ টাকায়। অর্থাৎ, ৪৮০০ টাকা দাম কমেছে। অ্যাডিডাসের দোকান থেকে অনলাইনে কম টাকায় জার্সি কেনা যাবে।শুধু পুরুষদের নয়, মহিলাদের জার্সির দামও কমে গিয়েছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো হরমনপ্রীত কউর, স্মৃতি মন্ধানাদের জার্সিও ১১৯৯ টাকায় কেনা যাবে।টাকার বিনিময়ে অনলাইনে খেলা যায় এমন অ্যাপগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তার পরেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছে 'ড্রিম ১১'। চলতি বছর অগস্ট মাসে চুক্তি শেষ করেছে তারা। ২০২৩ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে ৩৫৮ কোটি টাকার চুক্তি সই করেছিল 'ড্রিম ১১'। ২০২৬ সাল পর্যন্ত সেই চুক্তি ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের পর সরে দাঁড়িয়েছে তারা। এই বিষয়ে অবশ্য বিসিসিআই বা 'ড্রিম ১১' কোনও ঘোষণা করেনি। কিন্তু ইতিমধ্যেই নতুন স্পনসরের জন্য দরপত্র ঘোষণা করেছে বোর্ড। তা থেকে পরিষ্কার, নতুন স্পনসরের খোঁজ করছে তারা।এশিয়া কাপের জন্য জার্সি আগেই তৈরি করে ফেলেছিল অ্যাডিডাস। তাতে স্পনসর হিসাবে 'ড্রিম ১১' ---এর নাম ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপ স্পনসর ছাড়াই খেলতে হবে ভারতীয় দলকে। নতুন স্পনসর আসার আগে পুরনো জার্সি বিক্রি করে দিতে চাইছে অ্যাডিডাস। সেই কারণেই জার্সির দাম এতটা কমিয়ে দিয়েছে তারা।

কেসিএ-র ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে মধ্যপ্রদেশকে চাপে রেখেছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টস ত্রিপুরার পক্ষে। তবে খেলার শুরুতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন তেমন ব্যাটিং আস্ফালন দেখাতে পারছেন না। বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে ২৯.৫ ওভার খেলা হয়েছে। তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেটে অ্যাসোসিয়েশন এক উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে যশ দুবে ৩৫ রানে উইকেটে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন কুসাগ্র নাগর পাঁচ রানে। হিমাংশু মন্ত্রী ২১ রানে রানা দত্তের বলে বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়েছেন। কর্ণাটক ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ থেকে শুরু হয়েছে। ১৬ টি দলের মধ্যে আটটি ম্যাচের খেলাই আজ শুরু হয়েছে। চার দিনের ম্যাচ চলবে সাত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গ্রুপ লীগের শেষে চার গ্রুপের চারটি সেরা দল সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে।

দু-দিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-১৫ দাবার আসর ২৫ সেপ্টে: থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দাবাড়ুদের কথা মাথায় রেখে পিছিয়ে দেওয়া হলো রাজ্য আসর। দুদিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-১৫ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা ছিলো ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে। ওই সময় বিভিন্ন স্কুলে ষান্মাসিক পরীক্ষা থাকায় আসর পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন দাবাড়ুদের অভিভাবকরা। সেই অনুরোধে সাড়া দিলো রাজ্য দাবা সংস্থা। নতুন সূচী অনুযায়ী রাজ্য অনূর্ধ-১৫ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। দুদিনব্যাপী আসর হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ নতুন সূচী ঘোষনা করেন। তিনি বলেন, যেহেতু পুরাতন সূচীর সময় বিভিন্ন স্কুলে পরীক্ষা থাকবে, ফলে ওই সময় দাবাড়ুরা আসরে অংশশ নিতে পারবে না। তাই আমরা পিছিয়ে দিয়েছে রাজ্য আসর।

অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যোগ, ইডির সমন ধাওয়ানকে, প্রশ্ন করা হল ভারতের ক্রিকেটারকে

অবৈধ বেটিং অ্যাপের সঙ্গে যোগ থাকার জন্য শিখর ধাওয়ানকে ডেকে পাঠিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাঁকে সমন পাঠানো হয়েছিল। যে বেটিং অ্যাপের সঙ্গে ধাওয়ান যুক্ত, সেটি আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বলে জানা গিয়েছে। সরকার সেই অ্যাপটির বিরুদ্ধে তদন্তও করছে। সমন পেয়ে বৃহস্পতিবারই ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন ধাওয়ান। সকাল ১১টা নাগাদ ইডি দফতরে যান তিনি।ধাওয়ান ওই অ্যাপটির প্রচার করতেন বলে জানিয়েছে ইডি। তাই তাঁকে দফতরে ডাকা হয়েছিল এবং তদন্তে যুক্ত হওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রচার সংক্রান্ত কাজে কী ভাবে তিনি ওই অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা জানতে চাওয়া হয়েছে।আর্থিক দুর্নীতি বিরোধী আইনের অধীনে ধাওয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়েছে। ৩৯ বছরের ভারতীয় ক্রিকেটার বিভিন্ন ভাবে ওই অ্যাপের প্রচার করেছেন। কবে এবং কত টাকার চুক্তি হয়েছিল তা জানতে চাওয়া হয়েছে।অবৈধ বেটিং অ্যাপ নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই তদন্ত করছে ইডি। অনৈতিক ভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে এই অ্যাপগুলির বিরুদ্ধে। লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচেও আজ এগিয়ে চল কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রায় ৪০ দিন আগের ঘটনা। প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচেও সেই এগিয়ে চলো সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতির খেলা। গোলশূন্য ড্র তে ম্যাচটি নিষ্পত্তি হয়েছিল। আগামীকাল (শুক্রবার) কাকতালীয়ভাবে সুপার লিগের সূচনা হচ্ছে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতির ম্যাচ দিয়েই। বেশ উৎসাহের মধ্য দিয়ে লীগ পর্যায়ের খেলা সম্পন্ন হয়ে, আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে সুপার লিগের খেলা।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবলের সুপার লিগ পর্যায়ের খেলায় লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এগিয়ে চলো সংঘ, রানার্স হিসেবে নাইন বুলেটস ক্লাব, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানাধিকারী হিসেবে যথাক্রমে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কল্যাণ সমিতি খেলবে। ইতোমধ্যে লীগ কমিটি থেকে ঘোষিত সুপার লিগের ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী আগামীকাল এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে। ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার নাইন বুলেটস ক্লাব ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে ব্লাড মাউথ-এর বিরুদ্ধে।

১০ সেপ্টেম্বর বুধবার কল্যাণ সমিতি এবং নাইন বুলেটস ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং কল্যাণ সমিতি পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। ১৪ সেপ্টেম্বর সুপার লিগের ষষ্ঠ তথা অন্তিম ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ এবং নাইন বুলেটস ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাড লাইটে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচ গুলো অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ম্যাচে টিকিট মূল্য ৩০ টাকা ধার্য্য রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচে অংশগ্রহণকারী ক্লাব দলের খেলোয়ারদের নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা আগে মাঠে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, লীগ পর্যায়ের উদ্বোধনী ম্যাচে দু দলের খেলোয়াড়রা পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় দর্শকদের ভালো ম্যাচ উপহার দিলেও গোলের সন্ধান কেউ পায়নি। আগামীকাল সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে তুলনামূলক বিচারে এগিয়ে চলো ফেভারিট হিসেবে খেললেও কল্যাণ সমিতি যেন কালো ঘোড়ার ভূমিকায়। জয় দিয়ে কোনদল সুপার লিগ সূচনা করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গোলশূন্য ড্র ভবানীপুরের, লিগে সুপার সিক্সে এখনও উঠতে পারে ডায়মন্ড হারবার! শুক্রবার চাই ড্র, বিপক্ষে 'দুর্বল' সাদার্ন সমিতি

মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত নাটকের পর বুধবার নজর ছিল কলকাতা লিগের ভবানীপুরের ম্যাচের দিকে। তারা গোলশূন্য ড্র করল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে। সৃঞ্জয় বসুর ভবানীপুর বুধবারের ম্যাচ ড্র করায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবারের সুপার সিক্সে যাওয়া নিশ্চিত হল না। যার জন্য শেষ ম্যাচে তাদের ১ পয়েন্ট দরকার। শুক্রবার সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে ড্র করলেই ডায়মন্ড হারবার সুপার সিক্সে চলে যাবে। জিতলে তো বটেই। সেই ম্যাচে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার হেরে গেলে পরের রাউন্ডে যাবে সৃঞ্জয়ের ভবানীপুর।আপাতত লিগে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে ইউনাইটেড এসসি। ১২ ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ২৭। দ্বিতীয় ইউনাইটেড কলকাতা। ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। ভবানীপুর বুধবার ১ পয়েন্ট পাওয়ায় গোলপার্থক্যে ডায়মন্ড হারবারকে টপকে তারা তৃতীয় স্থানে চলে এল। তবে তাদের আর কোনও ম্যাচ বাকি নেই। পক্ষান্তরে, ডায়মন্ড হারবারের একটি ম্যাচ বাকি। পয়েন্ট তালিকা বলছে, ভবানীপুরের ১২ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট এবং ডায়মন্ড হারবারের ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট। অর্থাৎ, দু'দলের পয়েন্ট সমান। শেষ ম্যাচ ড্র করলে ডায়মন্ড হারবারের পয়েন্ট হবে ২৩। তারা পরের রাউন্ডে চলে যাবে। হেরে গেলে অবশ্য ভবানীপুর সুপার সিক্সে যাবে। কারণ, গোলপার্থক্যে ডায়মন্ড হারবারের (৮) থেকে এগিয়ে ভবানীপুর (১৪)। ঘটনাচক্রে, ডায়মন্ড হারবারের শেষ ম্যাচ যাদের বিরুদ্ধে, সেই সাদার্ন গ্রুপে সকলের নীচে রয়েছে। ১১টি ম্যাচ খেলে একটিও জিততে পারেনি তারা। ৯টি ম্যাচ হেরে গিয়েছে। খেয়েছে ২৫টি গোল! ফলে তারা ডায়মন্ড হারবারের সামনে প্রতিপক্ষ হিসাবে খানিকটা 'দুর্বল'। প্রসঙ্গত, বুধবার ভবানীপুর হেরে গেলে তারা ২১ পয়েন্টেই থাকত। তখন শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার হেরে গেলেও তারা পরের রাউন্ডে চলে যেত। ফলে সেই ম্যাচের আর গুরুত্ব থাকত না। কিন্তু ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন ভবানীপুর এই ম্যাচ খেলবে না বলে জানিয়েছিল, তখনই ময়দানে গুঞ্জন শুরু হয়। পরে বেশি রাতে তারা আগের সিদ্ধান্ত বদলে বুধবারের ম্যাচটি খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কেন প্রথমে না খেলার সিদ্ধান্ত? কেনই বা পরে সিদ্ধান্ত বদল?তখনই জল্পনা শুরু হয়। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কর্ণধার অভিষেক। ভবানীপুরের কর্ণধার সৃঞ্জয়। যিনি একদা তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদও ছিলেন। এখনও শাসকদলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বস্তুত, সৃঞ্জয় যে আবার মোহনবাগানের সচিব পদে ফিরতে পেরেছেন, তার পিছনেও নবান্নের 'বরহস্ত' রয়েছে। অন্যদিকে, অভিষেক শাসকদলের অঘোষিত দু'নম্বর। ফলে প্রশ্ন ওঠে, ভবানীপুরের না খেলার সিদ্ধান্ত এবং তার ফলে ডায়মন্ড হারবারের সুপার সিক্সে চলে যাওয়ার পথ খুলে যাওয়া কি নেহাতই কাকতালীয়?যদিও ম্যাচ না খেলতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে সৃঞ্জয়ের দাবি ছিল, তাঁদের সুযোগ ছিল না। হাতে ফুটবলারও ছিল না। তাই ওই ম্যাচটা তাঁরা খেলতে চাননি। চুক্তি অনুযায়ী, ৩১ অগস্টের পর তাঁরা ফুটবলার ধরে রাখতে পারেন না। সৃঞ্জের দাবি, গত বছর থেকেই তাঁরা আইএফএ-কে বলছিলেন, লিগের প্রাথমিক রাউন্ড অগস্টের মধ্যেই শেষ করে দিতে। তা হলে যাদের পরের রাউন্ডে যাওয়ার আর সুযোগ থাকবে না, তারা ফুটবলারদের ছেড়ে দিতে পারবে। যারা সুপার সিক্সে উঠবে, শুধু তারাই ফুটবলার ধরে রাখবে।এর পরেই শুরু হয়েছিল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। তারা যে বুধবারের ম্যাচ খেলতে চাইছে না, এই খবর ছড়ানোর কিছু ক্ষণের মধ্যে ভবানীপুর সিদ্ধান্ত বদলে তড়িঘড়ি আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়, তারা বুধবার খেলবে। সূত্রের খবর, ম্যাচ না-খেলার সিদ্ধান্তকে 'রাজনৈতিক' বলে মনে করার অবকাশ রয়েছে, এই মর্মে আলোচনা হওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত বদল। সেই বদলের কারণ হিসাবে ভবানীপুর জানায় তারা 'ফুটবল স্পিরিট', 'প্রতিযোগিতার মনোভাব' এবং 'স্পোর্টসম্যানশিপ'-এর কথা ভেবেই ম্যাচ খেলছে। সৃঞ্জয় বলেন, ''কোচ আমাদের বলেছেন, হাতে যে ফুটবলার রয়েছে, তাদের দিয়েই উনি ম্যাচ খেলিয়ে দেবেন।

ফলে আমরাও ফুটবলের স্বার্থে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।''সেইমতোই ম্যাচ হয়। যা গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়েছে। ভবানীপুর হেরে গেলে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার সহজেই সুপার সিক্সে চলে যেত। আর ভবানীপুর জিতলে ডায়মন্ড হারবারের সেই সুযোগ থাকত না। ম্যাচ ড্র হওয়ায় ডায়মন্ড হারবারের সামনে আরও ১ পয়েন্ট পেয়ে সুপার সিক্সে যাওয়ার সুযোগ রইল।

দামি হচ্ছে আইপিএলের টিকিট, নতুন জিএসটি-তে কোহলি-শুভমনদের খেলা দেখতে কত খরচ হবে?

প্রতি বছরই আইপিএলের দু'মাস ভারতের বিভিন্ন মাঠে ভিড় করেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, রোহিত শর্মা বা রিঙ্কু সিংহদের খেলা দেখতে মুখিয়ে থাকেন। পরের বছর থেকে আইপিএলের খেলা দেখতে গেলে অবশ্য আরও বেশি খরচ করতে হবে। বুধবার জিএসটি-র যে নতুন কাঠামো ঘোষিত হয়েছে, তাতে আইপিএলের টিকিটের দাম বাড়ছে।আগে আইপিএলের টিকিট কিনতে গেলে ২৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হত। এ বার থেকে ৪০ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে। অর্থাৎ জিএসটি কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপে রাখা হয়েছে আইপিএলের টিকিটকে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আইপিএলের ম্যাচকে ব্যয়বহুল বিনোদন হিসাবেই দেখছে। তাই সবচেয়ে বেশি কর দিতে হবে।ধরা যাক আইপিএলের কোনও ম্যাচের টিকিটের দাম ১০০০ টাকা। আগে করসমেত দিতে হত ১২৮০ টাকা। এ বার থেকে সেটাই ১৪০০ টাকা হয়ে যাচ্ছে। একই ভাবে ৬৪০ টাকার টিকিটের দাম বেড়ে হচ্ছে ৭০০ টাকা। ২০০০ টাকার টিকিটের দাম ২৫৬০-এর বদলে হচ্ছে ২৮০০ টাকা। তার পরে স্টেডিয়াম ফি এবং অনলাইন বুকিং বাবদ খরচও রয়েছে। ফলে এক লাফে কয়েকশো টাকা অতিরিক্ত খরচ হতে চলেছে।কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, বিলাসবহুল গাড়ি, মোটরসাইকেল, প্রাইভেট জেট, রেসিং কারের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি সিগারেট, চুরুট এবং তামাকজাত যাবতীয় পণ্যের উপর ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি নেওয়া হবে। জিএসটি বাড়ছে আইপিএলের টিকিটেও।চমক অন্য জায়গায় রয়েছে। আইপিএলের টিকিটের দাম বাড়লেও, সাধারণ কোনও ক্রিকেট ম্যাচের টিকিটে ১৮ শতাংশই জিএসটি নেওয়া হবে। তার কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু আইপিএলের মতো 'প্রিমিয়াম' খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে কর দিতে হবে।বিনোদনের মধ্যে রয়েছে সিনেমাও। তবে সিনেমার টিকিটের দাম কমছে।

পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিভিন্ন কৃষি জমি পরিদর্শনে জিলা পরিষদের প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি মলয় লোধ ও কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ আজ পুরাতন আগরতলা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি জমিগুলি এবং জমিতে জল সেচের ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাদের সাথে ছিলেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অমৃত দেবনাথ এবং পুরাতন আগরতলা কৃষি মহকুমার এবং জল সম্পদ ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

প্রতিনিধিগণ প্রথমেই পরিদর্শন করেন ব্লকের পশ্চিম চাম্পামুড়া পঞ্চায়েতের বলদাখালস্থিত কৃষি জমি এবং সুইস গেইট। অতপর চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাওড়া নদীর পাড়। যে পাড়ের ভাঙ্গণের জন্য প্রতিবছরই পুরাতন আগরতলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দেয়। পরিদর্শন করা হয় মধ্য চাম্পামুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, বর্ধমান ঠাকুর পাড়া পঞ্চায়েত, পূর্ব নোয়াগাঁও পঞ্চায়েত এবং ধূপছড়া এডিসি ভিলেজের কৃষি জমি ও এলআই স্কিমগুলি।

পরিদর্শন শেষে জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল কৃষি আধিকারিক ও জলসম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের পুরানো এলআই প্রজেক্টগুলি সংস্কার করা, যেসব স্থানে এলআই এর প্রয়োজন সেসব স্থানে নতুন এলআই প্রজেক্ট বসানো এবং সেসব স্থানে এল আই প্রজেক্ট রয়েছে কিন্তু কোন কাজে আসছে না সেই এলআইগুলি সরিয়ে যেখানে জল সেচের প্রয়োজন সেখানে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। এছাড়া শুখা মরশুমে জলের অভাবে কৃষকদের চাষাবাদের কাজে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে কৃষি আধিকারিকদের বিশেষভাবে নজর রাখতে বলেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই বেহাল রাস্তাঘাট, চরম ভোগান্তিতে ছেচুরিমাইলবাসী

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: নির্মাণের কয়েক মাসের মধ্যেই ভগ্নদশায় পৌঁছেছে রাস্তা। প্রতিদিন নিত্যযাত্রীদের পড়তে হচ্ছে চরম দুর্ভোগে। ঘটনা দক্ষিণ চরিলাম পঞ্চায়েতের ছেচুরিমাইল এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ছয় থেকে সাত মাস আগে বিশ্রামগঞ্জ পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে ওই রাস্তার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার মাত্র এক-দু'মাস পর থেকেই রাস্তায় পাথর খসে পড়া শুরু হয়। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি এতটাই খারাপের দিকে গড়ায় যে বর্তমানে মাত্র আট মাসের মধ্যেই পুরো রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

অভিযোগ, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের কারণে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। বাইক, গাড়ি এমনকি সাইকেল নিয়েও প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। তাদের অভিযোগ, নির্মাণকাজে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের অবহেলার কারণেই কয়েক মাসের মধ্যেই রাস্তার এই বেহাল দশা তৈরি হয়েছে।

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা দ্রুত রাস্তাটির সংস্কারের দাবি তুলেছেন। তাদের সতর্কবার্তাপ্রশাসন যদি দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়, তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

বাইকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন সাইকেল আরোহী, গুরুতর আহত চালক

অপর এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: বুধবার রাতে দক্ষিণ জোলাইবাড়িতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক সাইকেল আরোহী। গুরুতর জখম হয়েছেন বাইকচালকও। মৃতের নাম চৈতন্য মল্লিক (৫৫)। আহত বাইকচালক শুভ্রজিৎ দত্ত (১৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাত প্রায় ৮টার সময় সাবরুম-আগরতলা জাতীয় সড়কের জোলাইবাড়ি সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি বাইক ও একটি সাইকেলের। বাইকটির নম্বর টিআর০৩ঙ-৮২৯৪। চালক শুভ্রজিৎ দত্ত এবং সাইকেল আরোহী চৈতন্য মল্লিক দু'জনের বাড়িই দক্ষিণ জোলাইবাড়ি।

ঘটনার তীব্র শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং খবর দেন জোলাইবাড়ি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক চৈতন্য মল্লিককে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গুরুতর আহত শুভ্রজিৎ দত্তকেও শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জোলাইবাড়ি ও বাইখোরা থানার পুলিশ।

এদিকে উদয়পুরে এক দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক দুই যুবক। বুধবার রাতেই উদয়পুরের মাতাবাড়ি এলাকায় আরেকটি দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন দুই যুবক। স্থানীয় সূত্রে খবর, দেবীপুর এলাকায় রাস্তার ধারে দুইজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে খবর দেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের একটি গাড়ি তাদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

আহতদের নাম শচীন্দ্র রিয়াং ও কবিরাজ রিয়াং। দু'জনেরই বয়স প্রায় ৩৫ বছর বলে জানা গেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, বাইক দুর্ঘটনায় তারা গুরুতর জখম হয়েছেন। বর্তমানে তারা গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাঘাসুরাটিলা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের রান্নাঘরের বেহাল অবস্থা, সমস্যায় পড়েছে কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৪ সেপ্টেম্বর: "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" আর সেই জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রথম ধাপ শুরু হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। কিন্তু উত্তর কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত বাঘাসুরাটিলা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

বক্সনগর আইসিডিএস প্রজেক্টের আওতাধীন এই সেন্টারে বর্তমানে ৩১ জন শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে। এখানে দায়িত্ব পালন করছেন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার মালিনী বর্মন এবং হেল্পার তাপসী শীল। কিন্তু সেন্টারের রান্নাঘরের অবস্থা এতটাই জরাজীর্ণ যে শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রান্নাঘরের টিনের চাল ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে। টিন ঝুলে থাকায় যেকোনো সময় ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি হলেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। ফলে হেল্পার বাধ্য হয়েই শিশুদের জন্য খিচুড়ি রান্না করতে হয় পড়াশোনার ঘরেই।

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কক্ষ বড় না হওয়ায় একই ঘরে শিশু, ওয়ার্কার, হেল্পার এবং রান্নার কাজ একসাথে চলতে গিয়ে মারাত্মক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এতে পড়াশোনায় যেমন বিঘ্ন ঘটছে, তেমনই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিও বাড়ছে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এবং হেল্পার স্থানীয় পঞ্চায়েত বডির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশাপাশি তারা আইসিডিএস প্রজেক্টের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দ্রুত রান্নাঘরের সংস্কারের আবেদন জানিয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে রান্নাঘরের সমস্যা সমাধান না হলে শিশুদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাবে।

২০২৫ সালের জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার

উত্তর-পূর্বের নয়জন শিক্ষক শিক্ষিকা নির্বাচিত

গুয়াহাটি: ৪ সেপ্টেম্বর : এই বছর শিক্ষক দিবসে, সারা দেশের মোট ৬৬ জন শিক্ষক জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে ৪৫ জন বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষিকা এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২১জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক অবদানের জন্য তারা এবার জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৫-এ ভূষিত হবেন। এর মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুজন এবং বিদ্যালয় শিক্ষার সাতজন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। অসম থেকে দেবজিৎ ঘোষ এ বছরের জাতীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

অসম-অরুণাচল সীমান্তের প্রত্যন্ত নামসাং চা বাগিচায় শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে দেবজিত ঘোষ আশার আলো হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, নামসাং টি মডেল স্কুলে তার ছাত্রদের জীবনকে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালের জুন মাসে ভি. এস. এস. ই এস. এ. সি এবং ইসরোর সহযোগিতায় একটি উদ্ভাবনী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে তিনি কৌতূহল জাগিয়ে তুলেন এবং স্কুলে অনুপস্থিতি হার কমিয়ে দেন, যা প্রমাণ করে যে শেখার প্রতি ভালবাসা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও বিকশিত হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার দিকে প্রসারিত হয়েছিল। ছাত্র ছাত্রীদের অপুষ্টি দূর করতে তিনি পিএম-পোষণ কর্মসূচিতে সবুজ শাকসবজি এবং পরিপূরক খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা সফলভাবে ১৬৫ জন শিশুর হিমোগ্লোবিনের মাত্রা উন্নত করেছিল। চা বাগানের শ্রমিকদের ছেলে মেয়েরা যেখানে অপুষ্টির জন্য প্রায়শই বিদ্যালয়মুখী হতে পারে না, সেখানে পুষ্টিকর খাবার চালু করে তিনি শিশুদের স্কুলে আসার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলেন, ফলে চা বাগিচার শিশুদের শিক্ষায় ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয়।

পরবর্তী সময়ে এর ফলাফল হয়েছে লক্ষণীয়। তার নিরলসভাবে শিক্ষাদানের ফলে এইচ.এস.এল.সি পরীক্ষায় পাশের হার ৭৮ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং তার শিক্ষার্থীরা এখন খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পা রাখছে। একাডেমিক উৎকর্ষতা, শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক সুস্থতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে শ্রী ঘোষ বিদ্যালয়টিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের জন্য একটি লালনপালনের স্থান হিসেবে রূপান্তরিত করেছেন।

জাতীয় শিক্ষক সম্মানের জন্য নির্বাচিত হওয়ার শ্রী ঘোষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'অসম-অরুণাচল সীমান্তের নামসাং চা বাগানের একটি স্কুল থেকে শুরু করে এই জাতীয় মঞ্চ পর্যন্ত-এটি সত্যিই একটি বিশেষ সুযোগ। ক্রীড়া ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উৎসাহের কথা উল্লেখ করে তিনি মডেল স্কুলগুলিতে শারীরিক প্রশিক্ষকদের জরুরি প্রয়োজনের কথাও তুলে ধরেন।

দেবজিৎ ঘোষের একটি প্রত্যন্ত চা বাগানের স্কুল থেকে জাতীয় মঞ্চে যাত্রা হল নিষ্ঠা ও দূরদৃষ্টির শক্তির প্রমাণ। শ্রী ঘোষ ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের আরও শিক্ষকরাও এই বছর এই পুরস্কারের গর্বিত জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন, নাং একথানি মোংলং, গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারি স্কুল পাচিন, পাপুম পারে, অরুণাচল প্রদেশ। পেলেনো পেটেনিলহু, জন গভর্নমেন্ট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিশ্বেমা, কোহিমা, নাগাল্যান্ড। কোইজাম মাচাসানা, ঘরি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইম্ফল পশ্চিম, মণিপুর। মি. কর্ম টেম্পো ইথেনপা, পি এম শ্রী মঙ্গন এসএসএস, মঙ্গন, সিকিম। ডঃ হেইপোর ইউনি বাং, কে.বি মেমোরিয়াল সেকেন্ডারি স্কুল, ওয়াপুং, পূর্ব জয়ন্তিয়া পাহাড়, মেঘালয়। বিদিশা মজুমদার, হরিয়ানন্দ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা। ডঃ প্রশান্ত কুমার সাহা, রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, পাপুম পারে, অরুণাচল প্রদেশ এবং ডঃ জোরামদিনথারা, মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়, মিজোরাম।

গভীর রাতে রুটিন তল্লাশিতে ৫০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: গভীর রাতে রুটিন তল্লাশিতে ৫০ লক্ষ টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করল দামছড়া থানার পুলিশ। সঙ্গে গাড়িসহ দুজন কে এই ঘটনা আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে দামছড়া থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিদিনকার মত গতকাল গভীর রাতে দামছড়া থানা এলাকায় নাকা পয়েন্টে রুটিন তল্লাশি চলছিল। তখনই টি আর ০১ - এএ - ০২৬০ নাম্বারের একটি ইকো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পঞ্চাশ কার্টুন বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ৫০ কার্টুনে মোট ২৫ হাজার প্যাকেট সিগারেট ছিল। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। আটককৃত বার্মিজ সিগারেট সহ গাড়ি ও দুইজনকে এই ঘটনা আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

শান্তিরবাজার মহকুমার গার্ধাং এস বি স্কুলে নিপুণ ত্রিপুরা র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর: নিপুন ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিক্ষাদপ্তরের উদ্দ্যোগে তিনমাস ব্যাপী একগুচ্ছ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক, অভিভাবক, আলোচনাসভা, ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার মানউন্নয়নে শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষা প্রদানের বিশেষ দিকগুলো আলোচনা করা ও র‍্যালি সংগঠীত করা।

এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার শান্তিরবাজার মহকুমার গার্ধাং এস বি স্কুলে অনুষ্ঠীত হয় নিপুন র‍্যালি। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন পোষাক পরিধান করিয়ে সাজিয়ে তোলে হাতে বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে এই র‍্যালি সংগঠীত করাহয়। বিদ্যালয় থেকে র‍্যালিটি শুরুহয়ে গার্ধাং কালী বাজারে কালীমন্দির প্রাঙ্গনে এসে এই র‍্যালির সমাপ্তি হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুব্রত সরকারের প্রচেষ্টায় সুন্দরভাবে এই র‍্যালিটি সংগঠীত করাহয়। র‍্যালির বিভিন্ন দিকগুলো সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরেন শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রনব সরকার। তিনি জানান শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে সমস্ত বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী পালন করাহচ্ছে। আজকের র‍্যালিতে উপস্থিত বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষক দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস পালন করল ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ। দিনভর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণে ছিল এক উৎসবমুখর পরিবেশ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কেক কেটে। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষক মনোজ রায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী তথা ত্রিপুরা আইডল খ্যাত প্রবালিকা দেবনাথ, যার সুরেলা কণ্ঠে মুগ্ধ হয় উপস্থিত সকলেই।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শিবানী দেববর্মা অতিথি মনোজ রায়কে সংবর্ধনা জানান ফুলের তোড়া, ডায়েরি ও কলম প্রদান করে। এরপর বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমদানকারী আয়া, গেটকিপারদের হাতে সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় অতিথি, প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে। শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিবানী দেববর্মা। তিনি শিক্ষক সমাজের অবদান তুলে ধরে বলেন, "শিক্ষকরা সমাজ গঠনের প্রধান ভরসা, তাদের সম্মান জানানোই আমাদের কর্তব্য।"

এছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন মনোজ রায়সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছোট্ট কচিকাঁচারা পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়।অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক সংসদের সম্পাদক দেবাশীষ সরকার ও শিক্ষিকা মৌমিতা মজুমদার।

পানিসাগরে যৌথ অভিযানে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার চোরাই সেগুন কাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৪ সেপ্টেম্বর : উত্তর জেলার গভীর বনাঞ্চল থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার করল তিনটি ফরেস্ট ডিভিশন ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে পানিসাগর মহকুমার জলাবাসা সংলগ্ন জুরি ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে ওই অঞ্চলে একাংশ কাঠ পাচারকারী বনাঞ্চল ধ্বংস করে রাতের অন্ধকারে মূল্যবান সেগুন গাছ কেটে পাচারের কাজ চালিয়ে আসছিল। এমনকি সরকারি বাগান থেকেও গাছ কেটে তা চোরাই করে অস্থায়ীভাবে জুরি ফরেস্ট রিজার্ভ এলাকায় মজুত রাখা হত। পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে কাঠ পাচার হত রাজ্য ও বহিরাজ্যে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর ও কুমারঘাট ফরেস্ট ডিভিশনের আধিকারিকরা ৩৩ নং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামেন। সহযোগিতায় ছিলেন পানিসাগর থানার পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা। যৌথ অভিযানে বনাঞ্চল থেকে চোরাই সেগুন কাঠ উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা। তবে কাঠ বাজেয়াপ্ত হলেও পাচারকারীরা ধরা পড়েনি। কারণ বনাঞ্চলের গভীরে পরিত্যক্ত অবস্থায় কাঠ ফেলে রাখা ছিল। ফলে অভিযানে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধার হওয়া কাঠ পরবর্তীতে পানিসাগর বন দপ্তরের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর ফরেস্ট ডিভিশনের এসডিএফও রাজেশ দাস, কাঞ্চনপুর ফরেস্ট ডিভিশনের এসডিএফও সুমন মিঞা, ৩৩ নং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও পানিসাগর থানার পুলিশ। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, এর আগেও পানিসাগর ফরেস্ট রেঞ্জের উদ্যোগে একাধিক অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। ধারাবাহিক অভিযানে প্রচুর পরিমাণে চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পাচারকারীদের যানবাহন আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সুশীল সমাজ বন দপ্তর ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এই যৌথ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ড্রেনের নোংরা জলে বিপর্যস্ত বটতলা বাজার, ক্ষোভে ফুঁসছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : রাজধানীর ব্যস্ততম বটতলা বাজারে ড্রেনের নোংরা জল জমে তৈরি হয়েছে নরক গুলজার পরিস্থিতি। বর্ষা না এলেও গত পাঁচ দিন ধরে প্লাবনের শিকার ব্যবসায়ীরা। দুর্গোৎসবের মুখে বাজারে কেনাকাটার ভিড় থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে দুর্গন্ধময় জল জমে থাকার কারণে খদ্দেররা বাজারে আসতেই চাইছেন না।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, ড্রেন থেকে উপচে পড়া নোংরা জল জমে রাস্তা-ঘাট একেবারে অচল হয়ে গেছে। এর ফলে দোকান খোলা রাখলেও বিক্রি কার্যত বন্ধ। পূজার মরশুমে এভাবে ক্রেতাহীন অবস্থায় পড়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা।

ক্ষোভ উগরে দিয়ে ব্যবসায়ীরা বলেন, "আমরা বহুবার স্থানীয় কাউন্সিলার এবং কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা শুধু আশ্বাস দিয়ে গেছেন, কিন্তু এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে দিন দিন সমস্যা বেড়েই চলেছে।" অতিরিক্ত দুর্গন্ধের কারণে অনেকেই বাজারে প্রবেশ করতে চাইছেন না। ব্যবসায়ীদের দাবি, অবিলম্বে ড্রেনের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।

পাশাপাশি স্থানীয়রা পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন, যাতে দুর্গোৎসবের আগে বাজার এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসে।

চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল বিশালগড় থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৪ সেপ্টেম্বর : চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। দুটি চুরির ঘটনার কিনারা করলো বিশালগড় থানা। চুরির সামগ্রী সহ ধৃত দুই চোর। বৃহস্পতিবার বিশালগড় থানায় সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বিশালগড় মহকুমা জুড়ে চুরির ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ওসি বিজয় দাস। বিভিন্ন এলাকায় চুরি হয়ে যাওয়া কয়েক লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিশালগড় থানার পুলিশ । এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পূর্ব তিলথৈ জিপিতে সফল জনসুরক্ষা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। আর্থিক পরিষেবা বিভাগ কর্তৃক চালু হওয়া চলমান জাতীয় উদ্যোগ জনসুরক্ষা অভিযান-এর অংশ হিসেবে আজ (০৪.০৯.২০২৫) পূর্ব তিলথৈ জিপিতে টিজিবি তিলথৈ শাখার উদ্যোগে এক সফল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ — সুরেন্দ্র নিদার, জিএম (ওআইসি), শ্রী অস্টিং মার্চাং, জিএম, জিপি প্রধান — সন্ধ্যা দেবনাথ, এডিএম (পিপি) এল ডার্লং, জিএম টিজিবি, এবং অন্যান্য ব্যাংক ও সরকারি দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় — প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা আটল পেনশন যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা। পাশাপাশি, গ্রাহকদের নিরবিচ্ছিন্ন ব্যাংকিং সেবা

নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত রি-কেওয়াইসি করার প্রয়োজনীয়তাও জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়।অনুষ্ঠানের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত ছিল ২ লক্ষ টাকার চেক এক বিমাকারীর মনোনীত উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেওয়া, যা প্রমাণ করে যে এই প্রকল্পসমূহ পরিবারের আর্থিক সুরক্ষায় কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও, অন-সাইট নাম নথিভুক্তকরণ ও ফর্ম সংগ্রহের কাজ সক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করেন ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্ট এজেন্টরা, যাতে অধিকাংশ মানুষকে আওতাভুক্ত করা যায়।এই অভিযানের মাধ্যমে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাংকিং পরিষেবাকে আরও মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ এবং কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি ঙ্গচ্ছ কর্তৃক চালু হওয়া তিন মাসব্যাপী জনসুরক্ষা অভিযান (০১.০৭.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৫)-এর এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

করবুকে ৮ পরিবারের ৩৫ জন ভোটার কংগ্রেসে যোগদান

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : আজ করবুকে ৮ পরিবারের ৩৫ জন যুব ভোটার বিজেপি এবং তিপরা মথা ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। এদিন যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন পিসিসি সেক্রেটারি কমল দেওয়ান, গোমতী জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ দাস, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা বলেন, আজ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে করবুকে ৮ পরিবারের ৩৫ জন যুব ভোটার বিজেপি এবং তিপরা মথা ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেসের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কারণ, মানুষ বুঝতে পেরেছেন কংগ্রেস ছাড়া তাঁদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ধীরে ধীরে জনগণ কংগ্রেসের দিকে এগিয়ে আসছেন।

প্রগতি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দন্ত চিকিৎসা শিবির ও সচেতনতামূলক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর: আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আই.জি.এম হাসপাতালের পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট এবং আগরতলা পুরনিগম আরবান আয়ুখান আরোগ্য মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম জেলার অধীন প্রগতি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর এক দন্ত চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এই শিবিরে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আই.জি.এম হাসপাতালের অর্থোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দন্ত চিকিৎসক ডাঃ প্রবীণ কলই, পাবলিক হেলথ ডেন্টিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দন্ত চিকিৎসক ডাঃ প্রশান্ত মজুমদার এবং ডেন্টাল মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ দেবস্মিতা বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিদ্যালয়ের মোট ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর দাঁতের স্ক্রিনিং করেন। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দাঁতের যত্ন নেওয়া, সঠিকভাবে ব্রাশ করার পদ্ধতি, দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সঠিকভাবে দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতিগুলি নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করেন। এই শিবিরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের 'সুস্থ দাঁত, উজ্জ্বল হাসি, আত্মবিশ্বাসের চাবিকাঠি' শীর্ষক সচেতনতামূলক বার্তাটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাংরুংয়ের ছয়দ্রুন চাশ্রমিক সুনিলের অভাব, চলছে রোগ আর অনাহারের সঙ্গে লড়াই

আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর : চণ্ডীপুর বিধানসভার রাংরুং চা-বাগানের ছয়দ্রুন এলাকায় অভাব দেখা গিয়েছে। রোগ আর অনাহারের সঙ্গে লড়াই করছে দিনমজুর সুনিল সবর (৪০) ও তার ছোট্ট মেয়ে রুপসী (৮)।

জানা যায়, প্রায় আট বছর আগে স্ত্রীকে হারানোর পর দুই মেয়েকে নিয়ে একাই সংসার সামলাচ্ছিলেন তিনি। বড় মেয়ে পূর্ণিমা (১১) বর্তমানে গৃহ পরিচারিকার কাজে থাকলেও ছোট মেয়ে রুপসী বাবার সঙ্গেই থাকে।

তিন মাস আগে থেকে সুনিলের তীব্র কাশি শুরু হয়। দিন যত গড়িয়েছে, অসুখ বেড়েছে। দুই মাস ধরে তিনি কাজে যেতে পারছেন না। ফলে সংসারে চরম অভাব নেমে এসেছে। অঙ্গনওয়াড়ির খাবার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে ছোট রুপসী।

প্রতিবেশীদের কথায়, প্রায় ১৫ দিন ধরে তাদের ঘরে উনুন জ্বলেনি। অন্যের দানেই চলছে খাবার। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুনিল ও তার মেয়ে টিবি রোগে আক্রান্ত। মানবেতর পরিস্থিতিতে দিন কাটানো এই পরিবারটির পাশে সরকারি সাহায্য এখনও পৌঁছায়নি। এলাকাবাসীর দাবিঅবিলম্বে চিকিৎসা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা হোক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas